CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-253 ■ 23 June, 2025 ■ আগরতলা ২৩ জুন, ২০২৫ ইং ■ ৮ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইরানে পারমানবিক কেন্দ্রে মার্কিন হামলা

বিশ্বজুড়ে প্রতিক্রিয়ার ঝড়

তেহরান, ২২ জুন ।। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যুদ্ধের ঘনঘটা। ইসরায়েল ও ইরানের চলমান সংঘাতে এবার সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশফলে সংঘাত আরও বিপজ্জনক রূপ নিতে চলেছে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। রোববার ভোরে মার্কিন যুদ্ধবিমান ও সাবমেরিন থেকে ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু কেন্দ্রে 'বাঙ্কার বাষ্টার' বোমা ফেলা হয়। এই হামলার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েলের পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করল। হামলার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইরান ও ইসরায়েল একে অপরের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, ফলে সংঘাতের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

শনিবার গভীর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, "আমাদের বিমান বাহিনী ইরানের ফোর্ডো, নাতাঞ্জ ও ইসফাহান পরমাণু কেন্দ্রে অত্যন্ত সফল হামলা চালিয়েছে।" সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, "ইরানকে এখন এই যুদ্ধ বন্ধে সম্মত হতে হবে, নইলে পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে।"এই প্রথমবার ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের পর যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ইরানের অভ্যন্তরে কোনও স্থাপনায় হামলা চালাল। প্রসঙ্গত, শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি দুই সপ্তাহ সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে কি না। কিন্তু শনিবারই নাটকীয়ভাবে হামলা চালিয়ে তিনি যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৩ জুন ইসরায়েল ইরানের উপর হঠাৎ হামলা চালায়। ইসরায়েলের দাবি, তারা নিশ্চিত ছিল ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, যদিও ইরান বরাবরই তা অস্বীকার করে এসেছে। ইরান পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মাধ্যমে ইসরায়েলের একাধিক স্থানে আঘাত হানে। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতিরক্ষায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করলেও সরাসরি হামলা চালায়নিযতক্ষণ না এই শনিবারের ঘটনা ঘটে।

এই অভিযানে ব্যবহার করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গোপনীয় এবং প্রযুক্তি-নির্ভর যুদ্ধবিমান বি-২ স্পিরিট। এটি স্টেলথ প্রযুক্তিতে তৈরি, যার কারণে রাডারে ধরা পড়ে না। বিমানটি প্রতি ইউনিটের দাম প্রায় ২.১ বিলিয়ন ডলার। এই অভিযানে বিমানটি বহন করেছে জিবিইউ-৫৭এ/বি ধরনের ৩০,০০০ পাউন্ড ওজনের 'ম্যাসিভ অর্ডন্যান্স পেনিট্রেটর' বোমা, যা বিশেষভাবে পাহাড়ের নিচে থাকা ঘাঁটি ধ্বংসের জন্য তৈরি।

তেহরান থেকে ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত নাতাঞ্জ ইরানের মূল ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র। এখানে ইউরেনিয়াম ৬০ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করা হচ্ছিল, যা অস্ত্র-মানের ইউরেনিয়ামের খুব কাছাকাছি। ইতিপূর্বে ইসরায়েল এই কেন্দ্রের উপরের অংশে হামলা চালিয়েছিল। তবে এবার যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ভূগর্ভস্থ সেন্ট্রিফিউজ ক্যাসকেডগুলিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা জানিয়েছে, হামলার পর কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তেহরান থেকে ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ফোর্ডো পরমাণু কেন্দ্রটি পাহাড়ের নিচে নির্মিত এবং শক্তিশালী বিমান বিধ্বংসী প্রতিরক্ষায় সুরক্ষিত। এর অস্তিত্ব প্রথম প্রকাশ্যে আসে ২০০৯ সালে। এই স্থাপনাটি শুধুমাত্র 'বাঙ্কার-বাস্টার' বোমার মাধ্যমে ধ্বংস করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। মার্কিন বি-২ বোমারু বিমান থেকে ছোড়া ছয়টি জিবিইউ-৫৭এ/বি বোমা এই ঘাঁটিতে বিস্ফোরণ ঘটায়।

তেহরান থেকে ৩৫০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই স্থাপনাটি একাধিক গবেষণা কেন্দ্র ও ইউরেনিয়াম রূপান্তর কারখানা নিয়ে গঠিত। এটি চীনের সহায়তায় নির্মিত তিনটি গবেষণা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে এআই'র মাধ্যমে কাজ শুরু করেছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। আগরতলার ওমেন্স কলেজকে ওমেন্স ইউনিভার্সিটি হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এর পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে এআই এর মাধ্যমে কাজ করা শুরু করেছে সরকার। রাজ্যে আরো ৩০টি স্কুলে পরিকাঠামো উন্নয়নে ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয় করবে সরকার।

আজ ৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজকের যারা ছাত্রছাত্রী তারাই আগামীদিনে রাজ্যের ভবিষ্যত এবং দেশের ভবিষ্যত। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পরীক্ষা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের চাপ কমানোর লক্ষ্যে "পরীক্ষা পে চর্চা" কার্যক্রম শুরু করেছেন। পরীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে পরীক্ষা যাতে ছাত্রছাত্রীদের চাপের বিষয়বস্তু না হয় সেই লক্ষ্যে এই কার্যক্রম সূচনা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদি যেভাবে আমাদের নির্দেশনা দেন আমরা সেভাবে কাজ করি। তিনি দেশকে যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর কার্যকালের সময়টা আগামীতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আর আগামীতে এসম্পর্কে গবেষনা করবেন মানুষ।

আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এনসিইআরটি পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলগুলিকে ইংলিশ মিডিয়ামে উন্নীত করা হয়েছে। সুপার ৩০ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১ জন আইআইটি, ৩ জন এনআইটি এবং ৩ জন এমবিবিএস কোর্সে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। স্কুলগুলিতে কেন্দ্রীয়ভাবে অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালু করা হয়েছে। ৪৪টি স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৫৩ কোটি টাকা। এছাড়া আরো প্রায় ৩০টি স্কুলে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। এজন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় ২৬৪ কোটি টাকা। এবছর মাধ্যমিকে প্রায় ৩৪৫টি স্কুলে ১০০ পাশ করেছে। মোট পাশের হার ৮৬.৫৩। উচ্চ মাধ্যমিকে ৩৯টি স্কুলে ১০০ শতাংশ পাশ করেছে। পাশের হার ৭৯.২৯ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এই ডিজিটাল যুগে এআই ইতিমধ্যে রাজ্যে চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন যাদের হাতে জ্ঞান থাকবে আগামীতে তাদের হাতে দেশ, রাজ্য ও পৃথিবী থাকবে। যোগার মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রী বাস থেকে হেরোইন সহ দুই মহিলা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ জুন।। যাত্রীবাহী বাসে নেশাসামগ্রী উদ্ধার। দেড় লক্ষ টাকার হেরোইন সহ ২ মহিলাকে আটক করা হয়েছে। ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায়। আগরতলা থেকে গন্ডাছড়া যাওয়ার পথে একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ হিরোইন জাতীয় নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করলো বাগমা থানার পুলিশ। বাস গাড়ির নাম্বার টিআর০১- বি -১৪৮৩। উদয়পুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাসের নেতৃত্বে চালানো এই অভিযানে তিনটি প্যাকেট থেকে মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে বিপুল অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার, উগ্রবাদী গ্রেপ্তার

ইম্ফল, ২২ জুন।। মণিপুরের পাহাড়ি এবং উপত্যকায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। গত ২১ জুন, ইম্ফল পশ্চিম জেলা থেকে কেএসপি (পিডব্লিউজি) দলের সক্রিয় সদস্য ইয়াংলেম সাদানন্দ সিংহ (২৬) গ্রেপ্তার হয়েছেন, তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক এবং যোগাযোগ যন্ত্রপাতি উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া সাদানন্দ সিংহ, যিনি মায়াং ইম্ফল থানার মমাং থনখং গ্রামের বাসিন্দা, একটি লাল রয়্যাল এনফিল্ড ৩৫০ থান্ডারবার্ড মোটরসাইকেল, একটি মোবাইল ফোন (এয়ারটেল সিমকার্ড সহ) এবং ১৯টি কেএসপি (পিডব্লিউজি) দলীয় চাহিদাপত্র সহ গ্রেপ্তার হন। তার গ্রেপ্তারের পর সুরক্ষা বাহিনী একটি সমন্বিত অভিযান চালিয়ে আরও অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

ইম্ফল পূর্ব জেলার ইয়াইংগাংপোকপির পুলিশের আওতাধীন মায়োপুঙ-সানাসাবি পাহাড়ি এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী একটি .৩০৩ রাইফেল, সাতটি জীবন্ত রাউন্ড, দুটি ভারী মর্টার, ২০টি মর্টার বোম্ব, দুটি বার্মিজ আইইডি, চারটি বাওফেং রেডিও সেট, একটি পিস্তল সহ তিনটি জীবন্ত রাউন্ড, ২০টি ৭.৬২ মিমি গোলাবারুদ, সাতটি হ্যান্ড গ্রেনেড, তিনটি ও-রিং গ্রেনেড, পাঁচটি ডাবলু.পি গ্রেনেড, দুটি বডি প্রটেকশন জ্যাকেট, একটি হেলমেট, একটি পাউচ এবং একটি জঙ্গল জুতো উদ্ধার করেছে। লমলাই পুলিশের অধীনে চিংখেই চিং ফাকনুং গ্রামের নিচে সুরক্ষা বাহিনী একটি ইনসাস এলএমজি, দুটি ইনসাস রাইফেল, দুটি এসএলআর রাইফেল, একটি স্নাইপার রাইফেল, একটি .৩২ পিস্তল, বিভিন্ন ক্যালিবারের বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, খালি বুলেট কেসিং, তিনটি অ্যামিউনিশন চার্জার ক্লিপ, ৩৭টি খালি .৩০৩ কার্তুজ, চারটি টিয়ার স্মোক শেল, একটিসহ একটি রাবার বুলেট, দুটি বডি প্রটেকশন জ্যাকেট, চারটি বডি প্রটেকশন প্লেট, এবং তিনটি হেলমেট উদ্ধার করেছে। কাকচিং জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋনদাতাদের ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জুন।। ঘটনার বিবরনে জানা যায় দরিদ্রতার জন্য শান্তিরবাজার বন্ধন ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার ও ইসফ নামে মাইক্রো ফাইনেন্স থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋন নেয় বেতাগার যুবক অর্জুন রায় (৩২)।

জানা যায় সে প্রতিনিয়ত সঠিকভাবে প্রতিমাসে ঋনের কিস্তি দিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে এইমাসে কিছুটা আর্থিক মন্দার জন্য সঠিকভাবে ঋণের কিস্তি প্রদান করতে অক্ষম হয় অর্জুন রায়। এই অক্ষমতার জন্য ইসফ নামে মাইক্রো ফাইন্যান্সের লোকজনেরা যুবকের বাড়ীতে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাতির আতঙ্কে প্রাণ হাতে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন কৃষ্ণপুরবাসী

দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জুন।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর, মুন্সিয়াকামি সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের জন্য হাতির সমস্যা যেন এক নিত্যসঙ্গী। নতুন কোনো ঘটনা নয়, বরং বছরের পর বছর ধরে এই বন্য প্রাণীর তাণ্ডবে একাধিক প্রাণহানির ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। এর পাশাপাশি প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের বাড়িঘর এবং কৃষি জমিতে হাতির আক্রমণ লেগেই আছে।

প্রশাসন বারবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেও, হাতি উপদ্রুত এলাকার সাধারণ মানুষের বক্তব্য, হাতির সমস্যা নিরসনে প্রশাসন সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

রবিবার ভোর আনুমানিক ৩টা নাগাদ উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকায় হাতির তাণ্ডব নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

এই আক্রমণে সংশ্লিষ্ট এলাকার একাধিক ঘর নষ্ট হয়েছে। হাতির আক্রমণের মুখে আতঙ্কিত মানুষজন প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। যদিও কিছুক্ষণ পর বন দপ্তরের স্বেচ্ছাসেবকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বারবার ক্ষতিপূরণের নামে তাদের সঙ্গে যেন মশকরা করা হচ্ছে। তাদের একটাই দাবি — ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন নেই, বরং সরকার উদ্যোগ নিয়ে হাতিগুলোকে লোকালয় থেকে দূরে রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা করুক। এই দাবি প্রতিনিয়ত জোরালো হচ্ছে।

গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন এলাকায় হাতির আক্রমণ বেড়ে চললেও এখনো পর্যন্ত কোনো যুতসই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি। এখন দেখার বিষয়, আজকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বন দপ্তর এবং প্রশাসন স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে কিনা।

কৈলাসহর কলেজে ভর্তি নিয়ে ধুন্ধুমার, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ জুন।। রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় আবারও উত্তপ্ত। এবার ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রীদের কাছ থেকে 'কালচারাল ফি'-এর নামে অর্থ আদায় এবং ছাত্র সংসদে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজের দুই প্রধান ছাত্র সংগঠন, এসএফআই ও এবিভিপি, একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে, যা কলেজের শিক্ষা পরিবেশকে রীতিমতো বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, চলতি বছর ছাত্রীদের জন্য কলেজে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভর্তির ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু গত ১৩ই জুন থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হতেই অভিযোগ ওঠে, কলেজ ইউনিফর্ম পরিহিত কিছু ছাত্রছাত্রী এবং এবিভিপি-র হেল্প ডেস্ক ব্যবহার করে ছাত্রীদের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে রশিদ দিয়ে আদায় করা হচ্ছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ছাত্র মহল ও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দ্রুত প্রতিবাদে নামে এসএফআই ও এনএসইউআই দাবি তোলে যে সরকার যেখানে বিনামূল্যে ভর্তির নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে টাকা নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়টি নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো কলেজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন কি বাত'র পাল্টা প্রচারাভিযান কংগ্রেসের, বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। সারা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যেও আজ থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে অনুচ্চারিত বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলি কর্মসূচি শুরু করেছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, দীর্ঘ ১১ বছরের 'মন কি বাত'-এর বহু পর্ব শোনা হলেও সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, সামাজিক অবিচার, নারীদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অপরাধ এবং এস.টি, এস.সি, ও.বি.সি ও সংখ্যালঘু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযন্ত্রণার কথা কোনও পর্বেই শোনা যায়নি।

কংগ্রেস প্রকাশিত লিফলেটে উল্লেখিত বিষয়গুলি তুলে ধরে জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছে। আজ কংগ্রেস ভবন থেকে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকার প্রতিটি বাড়িতে কংগ্রেস কর্মীরা এই লিফলেট বিলি করে।

দলের কর্মীরা জানিয়েছেন, সারা রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতেই এই লিফলেট বিলি করা হবে। এই প্রচারণার মাধ্যমে কংগ্রেস সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরতে চাইছে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

এদিকে, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবার আপনি জনগণের মন কি বাত শুনুন"এই স্লোগানকে সামনে রেখে শনিবার ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস এক অভিনব জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছে। কৈলাশহরের পাইতুর বাজার নতুন মোটর স্ট্যান্ড থেকে এই প্রচার অভিযান শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরছেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।

কংগ্রেসের এই প্রচারের মূল লক্ষ্য হলো বিজেপি সরকারের এগারো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর বাঁধ নির্মাণ কাজ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ জুন।। কৈলাসহরের বাঁধ নির্মাণের কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে না। ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারনের। প্রতিবাদে আজ পথ অবরোধ করলেন স্থানীয়রা। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে বাঁধ নির্মাণ করার জন্য মাটি ফেলার পর সেই মাটি সমান না করায় রাস্তা দিয়ে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর প্রতিবাদে এলাকাবাসী আজ পথঅবরোধ করেন। কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে বাঁধেরপার ১৪ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে কৈলাসহর লক্ষ্মীছড়া ব্রিজের উপর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ বাঁধ সংস্কার করার জন্য বাঁধের উপর মাটি ফেলার কাজ চলছে। কিন্তু মাটি ফেলার পর তা সমান করা হচ্ছে না। যার ফলে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মুমূর্ষ রোগী কিংবা গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা বৃষ্টির কারণে জলকাদায় একাকার হয়ে গেছে রাস্তাটি। ছোট-বড় যানবাহন থেকে শুরু করে পথচারীদের চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। একপ্রকার বাধ্য হয়ে আজ উনারা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হন। এই পথ অবরোধ করার ফলে রাস্তার দু"পাশে আটকে পড়েছে বহু যানবাহন থেকে শুরু করে পথচারীরা। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময় পথ অবরোধ চলার পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরীর নেতৃত্বে পুলিশও টিএসআর বাহিনী। ওসি এসে অবরোধকারীদের সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করেন, এবং ওসি উক্ত বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন অবরোধকারীদের। পরবর্তী সময় পথ অবরোধ মুক্ত করে নেয় এলাকাবাসীরা।

বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২২ জুন।। গোপন অভিযানে এক নেশা কারবারীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে ওসি রতন রবিদাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী থানা এলাকার পশ্চিম পিপড়িয়াখোলার কালনডেপা পাড়ার রাকেশ ভৌমিক (৩২) এর বাড়ি ঘেরাও করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২৩ জুন,২০২৫ইং
৮আষাঢ়, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

লিঙ্গবৈষম্য বাড়িতেছে

দেশ যত উন্নত হইতেছে ততই আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাজে লাগাইয়া নিজেদের ইচ্ছামত নানা কর্মকাণ্ড করা হয়েছে। ইহার মারাত্মক কুফল সমাজের প্রতিফলিত হইতেছে। বিশেষ কোরিয়া লিঙ্গ বৈষম্য সমাজকে এক বিপদজনক প্রবণতার দিকে ঠেলিয়া নিতেছে। একদিকে যখন সংসদে মহিলাদের সংরক্ষণ দেওয়া হইতেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক জেন্ডার গ্যাপ ইন্ডেক্সে পিছাইয়া পড়িল ভারত। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের চেয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে ভারত। দেশে যখন মহিলা ভোটারদের যোগদান বাড়িতেছে বলিয়া দাবি করা হইতেছে তখন এই ইন্ডেক্স আসল সত্যিটা প্রকাশ্যে আনিয়া দিয়াছে।১৪৬টি দেশের মধ্যে সমীক্ষা চালানো হইয়াছিল এই গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইন্ডেক্স তৈরির জন্য। তাহাতে ভারত রহিয়াছে ১২৯ তম স্থানে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কার থেকেও পিছাইয়া পড়িয়াছে ভারত। পাকিস্তানের অবস্থা আরও সঙ্গীন। পাকিস্তান রহিয়াছে ১৪৬ তম স্থানে। একেবারে শেষে।তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সেই ফারাকটা অনেকটাই কম ভারতে। কারণ ছাত্রী পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়িতেছে ভারতে। ১৪০ কোটি জনসংখ্যা ভারতে। ২০২৪ সালে জেন্ডার গ্যাপ ছিল ৬৪.১ শতাংশ। মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বাড়িতেছে। তাহাদেরেই শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ফারাক অনেকটা কমিয়াছে। কিন্তু সেটা কিছুই নয়। এই ফারাকটা দূর করিতে আরও ১৩৪ বছর সময় লাগিয়া যাইবে।কাজেই দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সংরক্ষণ বা শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের যোগদান যতই বাড়ুক সেটা পর্যাপ্ত অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে সেটা অনেকটাই কম। যতই সরকার সরকার মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া বা মহিনাদের যোগদানের কথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে করুক না কেন এই পরিস্থিতি বদল হইতে এখনও একশো বছর পার করিতে হইবে ভারতকে এমনই মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেরা যে প্রত্যাশা নিয়া দেশ স্বাধীন করিয়াছেন লিঙ্গ বৈষম্য তাহাদের সেই স্বপ্নকে ভাংগিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছদিয়াছে। দেশের সংবিধান সমান অধিকার নিশ্চিত করিবার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও সেই স্বপ্ন পূরণ হয় নাই। এটি দেশের সবচেয়ে বড় লজ্জা। ভারতের মতো স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্র দেশে এখনো লিঙ্গ বৈষম্য রহিয়াছে তাহা কল্পনা করা কষ্টকর। এই জটিল সমস্যা সমাধানের সচেতন মহলকে আরো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। লিঙ্গ বৈষম্য সমাজে একটি ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবস্থা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিতে হইবে। এজন্য সরকারকে যেমন সচেতনতা বাড়াইতে হইবে ঠিক তেমনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান বাড়াইতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তোলন মিলিতে পারে।

সরকারি সংবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল মণিপুরের সাংবাদিক সংগঠন, প্রতীকী প্রতিবাদ চলবে কালো ফিতা ও স্লোগানের মাধ্যমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইম্ফল, ২২ জুন: অল মণিপুর ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ইউনিয়ন এবং এডিটরস গিল্ড মণিপুর সরকারি সংবাদের উপর আরোপিত বয়কট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে তারা তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাবে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রতিবাদ স্লোগান প্রকাশ ও কর্তব্যরত অবস্থায় কালো ফিতা ধারণের মাধ্যমে।

এই বয়কট শুরু হয়েছিল ২০ মে'র গওলতাবি ঘটনার পর, যেখানে অভিযোগ ছিল যে ৪র্থ মহার রেজিমেন্টের জওয়ানরা মণিপুর স্টেট ট্রান্সপোর্টের একটি বাসে থাকা সাংবাদিকদের বাসের সাইনবোর্ড থেকে 'মণিপুর' শব্দটি ঢেকে ফেলতে বাধ্য করেন। ওই সাংবাদিকরা উখরুল যাচ্ছিলেন শিরুই লিলি উৎসব কভার করতে।

ঘটনার দিনই রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, যাদের ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। ১৬ জুন, কমিটি তাদের রিপোর্ট মণিপুরের মুখ্যসচিবের কাছে জমা দিয়েছে।

তবে, ঘটনার এক মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছে এএমডব্লিউজেইউ এবং ইজিএম। তারা জানিয়েছে, তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করেই আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হবে।

বৃহস্পতিবার এক জরুরি বৈঠকে তারা বয়কট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়, জনস্বার্থে সংবাদ পরিবেশন চালিয়ে যাওয়ার তাগিদে।

এক যৌথ বিবৃতিতে সাংবাদিক সংগঠনদ্বয় জনগণের কোনও অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, তবে ন্যায়বিচারের দাবিতে তারা অটল রয়েছে বলে জানিয়েছে। তারা তাঁদের প্রতিবাদ স্লোগান ঘোষণা করেছে" উই ডিমান্ড অ্যাকশন নাও এগেইনস্ট ইনজাস্টিস"।

সাংবাদিক মহলের মতে, এই প্রতীকী প্রতিবাদ রাজ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ফুটবল ময়দানে স্বাধীনতার লড়াই

অমিতাভ বসু

আঠারোশো শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই ভারতীয়রা তাদের মাতৃভূমিতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিল । ১৯১১ সাল নাগাদ উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে। স্বদেশী আন্দোলন সারা দেশে জাতীয়তাবাদের চেতনা এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই আরো জোরদার করে তোলে । সারা দেশ জুড়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। স্বদেশী চেতনা শুধু রাজনীতি, শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি,তা আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদী অনুভূতি ফুটবল মাঠেও প্রতিফলিত হয়।

১৮৮৯ সালে প্রথম ভারতীয় ফুটবল ক্লাব, মোহনবাগান, প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকেই এটিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব খেলার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখেন। ক্লাবের সদস্যরা নিজেরা অর্থ দিয়ে, সময় দিয়ে এবং পরিশ্রম করে ক্লাবটি এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯০৪ সালে কোচবিহার কাপ জেতা ছিল মোহনবাগানের প্রথম বড় সাফল্য। পরের বছর, ১৯০৫ সালে, তারা পুনরায় কোচবিহার কাপ জেতে এবং ট্রেডস কাপ ও গ্ল্যাডস্টোন কাপ জয়লাভ করে। এরপর ধাপে ধাপে মোহনবাগান দেশের ফুটবলে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করে। শীঘ্রই, ভারতে অবস্থিত ইংরেজ শাসকরা মোহনবাগানের দিকে নজর দিতে শুরু করে।

১৯০৬ সালে প্রথমবারের মতো মোহনবাগান আইএফএ শিল্ড টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পায়। ১৮৯৩ সালে ভারতে আইএফএ শিল্ড টুর্নামেন্টের শুরু। এটি মূলত ইংরেজ দলগুলোর মধ্যে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতার জন্য প্রবর্তন করা হয় জ্জ প্রথম পাঁচ বছর মোহনবাগান আইএফএ শিল্ড টুর্নামেন্টে তেমন সাফল্য পায়নি। ১৯১১ সালে শিবদাস ভাদুড়ির নেতৃত্বে মোহনবাগান একটি শক্তিশালী দল গঠন করে। সেই বছর মোহনবাগান একে একে সেন্ট জেভিয়ার্স, রেঞ্জার্স, রাইফেল ব্রিগেড ও মিডলসেক্স রেজিমেন্টকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে যায়। প্রতিটি জয় দেশের মানুষের মধ্যে আশা ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে।

২৯ জুলাই, ১৯১১ তারিখে ছিল আইএফএ শিল্ডের ফাইনাল খেলা। প্রতিপক্ষ ইংরেজ বাহিনী ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট। ৬০,০০০ এরও বেশি ফুটবল ভক্ত কলকাতা ময়দানে ভিড় জমিয়েছিল মোহনবাগান আর ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের খেলা দেখতে।

মোহনবাগান দল খালি পায়ে, জীর্ণ জার্সিতে মাঠে নামে। ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট দল আসে পরিপাটি শার্ট, পরিষ্কার হাফপ্যান্ট এবং বুট পায়ে। খেলার শুরুতে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট এগিয়েও যায়। কিন্তু মোহনবাগানের শিবদাস ভাদুড়ির এক গোল ম্যাচে সমতা ফেরায়। খেলার প্রায় শেষ মুহূর্তে, শিবদাস ভাদুড়ির পাস থেকে অভিলাষ ঘোষ গোল করে জয় এনে দেন মোহনবাগানকে। ২-১ গোলে মোহনবাগান জিতে ইতিহাস গড়ে। রেফারি যখন বাঁশি বাজিয়ে খেলার সমাপ্তির সংকেত দেন, মাঠে উপস্থিত ভারতীয় সমর্থকরা একযোগে উচ্চস্বরে চিৎকার করেন "বন্দে মাতারাম"। সেই দিন ধর্মতলা থেকে এক বর্ণাঢ্য জনবহুল শোভাযাত্রা বেরোয় যা শেষ হয় বাগবাজারে । স্তম্ভিত ইংরেজরা। কলকাতার সাহেবপাড়া নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, আর সেই অঞ্চলের পথ-ঘাট জনশূন্য ।

এই জয় জনসাধারণের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই জয়কে শুধু একটি ফুটবল ম্যাচের লড়াইয়ের পরিণাম হিসাবে দেখা হয়না, বরং এই জয়কে পরাধীন ভারতীয়দের এক বিরাট রাজনৈতিক জয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এই জয় ছিল নিপীড়িত জাতির আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের এক প্রতীক জ্জ মোহনবাগানের এই জয় ছিল গর্বের। এই জয় ছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্জ ইংরেজরা মনে করত যে তারা সব দিক থেকে ভারতীয়দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেই ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল মোহনবাগানের এই জয়। আর প্রমাণ করেছিল যে ভারতীয়রাও নিজেদের যোগ্যতায় ইংরেজদের হারাতে পারে, এমনকি ইংরেজদের "নিজের খেলা" ফুটবলেও। মোহনবাগানের জয়ের পর, কলকাতা থেকে প্রকাশিত তৎকালীন ইংরেজি সংবাদপত্র "দ্য ইংলিশম্যান" লেখে যে ইংরেজরা জীবনের সব ক্ষেত্রেই অপরাজেয় এই ধারণাটি ভেঙে গিয়েছে ।

খেলার মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে মোহনবাগানের জয়ের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই জয় সমগ্র ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য ও দেশপ্রেমের এক নতুন বার্তা ছড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার সংগ্রামে এটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা, যা অসংখ্য মানুষকে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়তে উৎসাহিত করে। এটি ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিজয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক। আজও ২৯শে জুলাই দেশের ফুটবল ভক্তরা শিবদাস ভাদুড়ি এবং তার খালি পায়ের সতীর্থদের বীরত্ব আনন্দের সাথে স্মরণ করে।

হানিফ মিঞার আনারস বাগান

কাকলি ভৌমিক

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বহুমুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ণ করছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের রোজগার দ্বিগুণ করার প্রয়াস নিয়েছে। শুধুমাত্র গতানুগতিক ফসল চাষই নয়, বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাণিজ্যিক ও অর্থকরী ফসলের চাষ করার আগ্রহ, কারিগরী দক্ষতাকে বাড়িয়ে বছর ব্যাপী চাষ করার নিরন্তন কর্মযজ্ঞ চলছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আসছে একের পর এক পরিবর্তন। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহার করেই বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত বাইদ্যাদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক হানিফ মিঞা প্রথমবার কুইন প্রজাতির আনারস চাষ করে গ্রামে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এবছর তিনি নিজস্ব ১ হেক্টর জমিতে আনারস চাষ করেন। স্টেগারিং পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিম স্টেগারিং হরমোন প্রয়োগের ফলে আনারস সারাবছর উৎপাদন করা যায়। বিশালগড় কৃষি মহকুমার এগ্রিঃ সেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত জানান, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলভমেন্ট অব হর্টিকালচার প্রকল্পে প্রায় ২৫ জন কৃষককে ওয়েলপাম গাছ চাষ সহ স্টেগারিং পদ্ধতিতে বছরব্যাপী আনারসের ফলন, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও বাড়তি রোজগারের জন্য ইন্টারক্রপিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল চাষ করা, কমখরচে ফলন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় কৃষক হানিফ মিঞার ইচ্ছা শক্তি ও আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। মোট ১ হেক্টর জমিতে আনারস চাষ করাকালীন সময়ে তিনি বিশালগড় হর্টি কালচার অফিস থেকে এম আই ডি এইচ প্রকল্পে ৫৬,০০০ টাকা সরকারী আর্থিক সহায়তা পান। নীরমহল অর্গানিক ফার্মার প্রডিউসর কোম্পানীর মাধ্যমে সম্পতি হানিফ মিঞার জমি থেকে ১৫০ কেজি কুইন প্রজাতির রসালো আনারস প্রথমবার দিল্লিতে পাঠানো হয়। বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক জৈব কৃষি কেন্দ্র এ বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বিশালগড় কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক হিমানিকা লস্কর জানান, বিশালগড় থেকে এই প্রথম আনারস দিল্লিতে রপ্তানী করা হয়েছে। তিনি জানান, এ পদ্ধতিতে আনারস উৎপাদনে কোনোরকম সার, ওষুধ বা জলসেচ লাগেনা। খুবই কম খরচে ফলন বৃদ্ধি হয়। তিনি জানান, দপ্তরের পক্ষ থেকে এম আই ডি এইচ ও অন্যান্য প্রকল্পে কৃষকদের সারা বছর প্রশিক্ষণ, কারিগরী সহায়তা, সময় সময় জমি ও ফসল পরিদর্শনের সংস্থান রাখা হয়েছে। এতে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। আনারস রপ্তানীর সময় বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতশী দাস সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিগণ হানিফ মিঞার আনারস বাগানে উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান, আনারস, লেবু, কাঁঠাল সহ বিভিন্ন উদ্যানজাত ফসলগুলির উৎপাদনকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি কৃষি দপ্তর বিভিন্ন অব্যবহৃত জমিতে ফসল চাষ করছে এবং স্থানীয় বিভিন্ন মরসুমী ফলচাষকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এতে ভবিষ্যতে রাজ্য সরকারের অত্যাধুনিক কৃষি কাজ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণে যুবক যুবতীরা উৎসাহিত হবেন।

তিনি বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যগুলির বাজারজাতকরণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ায় আজ কৃষকদের লোকসানের মুখ দেখতে হয় না। কৃষক হানিফ মিঞা জানান, বিশালগড়, সোনামুড়া, বিশ্রামগঞ্জ, উদয়পুর, আগরতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় তার বাগানের আনারস ব্যাপক পরিমানে বিক্রি হচ্ছে। তিনি জানান, তিন মাসে তিনি ৮০,০০০ টাকার আনারস বিক্রি করেছেন। তিনি জানান, আনারস চাষ ছাড়াও ওয়েলপাম গাছ লাগানোর জন্য তিনি বিশালগড় কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় থেকে ৮৮ হাজার টাকা সহায়তা পেয়েছেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, এবছর এই ইন্টারক্রপিংর মাধ্যমে এই আনারস বাগানে যে ওয়েলপাম গাছ লাগিয়েছেন যা চাষ করতে খুবই স্বল্প পরিশ্রম এবং সাড়ে তিন থেকে চার বছর পর ফল দিতে শুরু করবে। কৃষক হানিফ মিঞার কাজের প্রতি সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও শ্রম গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের কাছে আজ আশা, ভরসা ও আলোর সঞ্চার করেছে। বর্তমানে বাইদ্যাদীঘি এলাকার কাকলি মারাক, প্রবাস মারাক, ইন্দ্রজিৎ মারাক প্রমুখ প্রগতিশীল কৃষক হানিফ মিঞার পথ অনুসরণ করে ইন্টারক্রপিং পদ্ধতিতে আনারস ও ওয়েলপাম গাছ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের কাছে হানিফ মিঞা আজ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

হারানো নিউট্রিনোদের খোঁজে

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী

পৃথিবীতে আসা নিউট্রিনোদের প্রধান উৎস সূর্য। সেখানে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে অজস্র নিউট্রিনো। প্রতি সেকেন্ডে এদের উৎপন্ন হওয়ার সংখ্যা প্রায় ১০৩৮টি। এই বিপুল সংখ্যক নিউট্রিনোরা সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়ে সবদিকে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, আমাদের শরীরের প্রতি বর্গ সে.মি. এলাকা ভেদ করে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০১২টি নিউট্রিনো চলে যাচ্ছে। এক সেকেন্ড! একটু ভাবুন তো, বিজ্ঞানীরা কীভাবে সূর্য থেকে উৎপন্ন বা আমাদের শরীর ভেদ করে চলে যাওয়া এসব নিউট্রিনোর সংখ্যা গুনলেন? এরা তো প্রায় কোনো কিছুর সঙ্গেই বিক্রিয়া করে না। তাহলে কোন জাদু বলে এদের সংখ্যা নির্ধারণ করলেন বিজ্ঞানীরা?

সূর্য থেকে আসা নিউট্রিনোদের সংখ্যা নির্ধারণে বিজ্ঞানীদের প্রথম চেষ্টা ছিল পুরোপুরি তাত্ত্বিক। এ জন্য তাঁরা ব্যবহার করেন 'স্ট্যান্ডার্ড সোলার মডেল'। এ মডেল অনুসারে সূর্যের আকার, এর ভেতরে চলমান নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার স্বরূপ, এ থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য কাজে লাগিয়ে নির্ধারণ করা যায় উৎপন্ন নিউট্রিনোদের সংখ্যা। হিসাব করে বের করা নিউট্রিনোদের সব কিন্তু পৃথিবীতে আসে না। অধিকাংশই হারিয়ে যায় মহাশূন্যে। কতগুলো নিউট্রিনো পৃথিবীতে আসতে পারে, সেটিও তাত্ত্বিকভাবেই হিসাব করে বের করতে পারেন পদার্থবিদরা। এরপর শুরু হয় ফলাফল যাচাই করার পালা। সেজন্য ডিজাইন করা হয় বিশেষ ধরনের সংবেদনশীল এক্সপেরিমেন্ট। কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। কারণ আর কিছু নয়, নিউট্রিনোদের চরম নিষ্ক্রিয়তা। অবশেষে প্রথম সফলতা আসে মার্কিন পদার্থবিদ রে ডেভিসের হোমস্টেক এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে, ১৯৬৫ সালে। এক্সপেরিমেন্টটি করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ডাকোটায় অবস্থিত হোমস্টেক খনিতে। সেখানে মাটির প্রায় এক মাইল গভীরে স্থাপন করা হয়েছিল বিশাল আকৃতির ট্যাংক। তাতে রাখা হয়েছিল প্রায় এক লাখ গ্যালন টেট্রাক্লোরোইথিলিন। এগুলোই ছিল নিউট্রিনো গণনা করার মূল হাতিয়ার। মাটির গভীরে থাকায় এরা অন্য প্রায় সব ধরনের বিকিরণের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। সূর্য থেকে আসা নিউট্রিনোদের খুব সামান্য অংশ টেট্রাক্লোরোইথিলিনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেয়। ফলে এগুলোতে থাকা ক্লোরিন পরমাণুরা পরিণত হয় তেজস্ক্রিয় আর্গনে। স্বাভাবিক ক্লোরিনে প্রোটনের সংখ্যা ১৭টি। অন্যদিকে আর্গনে প্রোটনের সংখ্যা ১৮টি। অর্থাৎ, নিউট্রিনোদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে ক্লোরিনে থাকা একটি নিউট্রন রূপান্তরিত হয় প্রোটনে। এভাবেই পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয় আর্গন পরমাণু। কিছুদিন পর এই আর্গনগুলো ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবারও ক্লোরিনে রূপান্তরিত হয়। ডিটেক্টরের মাধ্যমে এই তেজস্ক্রিয় আর্গনদের শনাক্ত করার মাধ্যমেই নিউট্রিনোদের প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব হয়। অবশ্য তেজস্ক্রিয় আর্গনদের দেখা পাওয়া ছিল খুব কঠিন। এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে

নিউট্রিনোদের রূপ বদল সবকিছু আবার গোড়া থেকে শুরু করা হলো। তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা আবার হিসাব কষে বের করলেন সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসা নিউট্রিনোদের সংখ্যা। কোনো ভুল পাওয়া গেল না। অন্যদিকে সব ধাপের কাজের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে এক্সপেরিমেন্টের পুনরাবৃত্তি করা হলো।

রয়েছে গলদ? নিউট্রিনোদের রূপ বদল সবকিছু আবার গোড়া থেকে শুরু করা হলো। তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা আবার হিসাব কষে বের করলেন সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসা নিউট্রিনোদের সংখ্যা। কোনো ভুল পাওয়া গেল না। অন্যদিকে সব ধাপের কাজের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে এক্সপেরিমেন্টের পুনরাবৃত্তি করা হলো। কিন্তু তাতেও পাওয়া গেল হুবহু একই ফল। সূর্য থেকে আসার পথে যেন নিউট্রিনোরা বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে! হারানো নিউট্রিনোদের খোঁজে এবার বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ 'আউট অফ দ্য বক্স' চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব সব আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু হলো। তেমনি একটি আইডিয়ার নাম নিউট্রিনোদের স্পন্দন। এ ধারণার সূত্রপাত ঘটে ইতালিয়ান পদার্থবিদ ব্রুনো পন্টিকর্ভের হাত ধরে। স্ট্যান্ডার্ড মডেল থেকে আমরা জানি, নিউট্রিনোরা তিন ধরনের হতে পারে। ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউওন নিউট্রিনো এবং টাউ নিউট্রিনো। নিউট্রিনো স্পন্দন তত্ত্ব অনুসারে, একধরনের নিউট্রিনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্য ধরনের নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পারে। অর্থাৎ, ইলেকট্রন নিউট্রিনোরা রূপান্তরিত হতে পারে মিউওন বা টাউ নিউট্রিনোতে। আবার, ক্রমান্বয়ে ঘটতে পারে উল্টোটাও। সহজে বোঝার জন্য একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, বাসার ফ্রিজে দশ বোতল কোক রেখে দেওয়া হলো। পরের দিন ফ্রিজ খুলে দেখা গেল, কোকের সংখ্যা কমে হয়ে গিয়েছে নয়টি। আর ভেলকিবাজির মতো উদয় হয়েছে একটি পেপসির বোতল। বোতলগুলোকে কোনো ধরনের স্পর্শ না করে ফ্রিজটা বন্ধ করে রাখা হলো। কয়েকদিন পর সেটি আবার খুলে দেখা গেল, কোকের বোতলের সংখ্যা আরও কমে গেছে। নেমে এসেছে অর্ধেকে। অন্যদিকে পেপসির বোতলের সংখ্যা বেড়েছে সমান সংখ্যক। আরও কয়েকদিন পর ফ্রিজ খুললে দেখা যাবে, কোকের বোতলের কোনো অস্তিত্বই নেই। দশটি বোতলই পেপসিতে পরিপূর্ণ। এই ঘটনার পর থেকে ক্রমান্বয়ে ঘটবে উল্টো ঘটনা। পেপসি কমে গিয়ে বাড়বে কোকের সংখ্যা। ব্রুনোর তত্ত্ব অনুসারে, ঠিক এমন করেই নিউট্রিনোদের রূপ বদলের খেলা চলতে থাকে। পুরো বিষয়টাই এক ধরনের কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ইফেক্ট।

ব্রুনোর তত্ত্ব যদি সঠিক হয়, তাহলে এক্সপেরিমেন্টে নিউট্রিনোদের সংখ্যা কম পাওয়ার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। সূর্যের বুকে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া থেকে কেবল উৎপন্ন হয় ইলেকট্রন নিউট্রিনোরা। কারণ, অন্য ধরনের নিউট্রিনো উৎপন্ন হতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন পড়ে, তা সূর্যের কেন্দ্রে থাকে না। উৎপন্ন হওয়ার পর সেগুলো পৃথিবীতে আসার পথে যদি মিউওন নিউট্রিনো বা টাউ নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে শনাক্তকৃত মোট নিউট্রিনোর সংখ্যা কম হবে। কারণ হোমস্টেক এক্সপেরিমেন্ট বা একই মূল নীতি অনুসরণ করে ডিজাইন করা অন্য এক্সপেরিমেন্টগুলো ইলেকট্রন নিউট্রিনো ছাড়া অন্যদের শনাক্ত করতে পারে না। আমরা যদি ইলেকট্রন নিউট্রিনোদের সঙ্গে একই দিক থেকে আসা অন্য নিউট্রিনোদেরকেও শনাক্ত করার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করতে পারি, তাহলে খোঁজ মেলার কথা হারানো নিউট্রিনোদের। সেই সঙ্গে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে নিউট্রিনোদের স্পন্দন তত্ত্ব। পরবর্তীতে ঠিক এ কাজটাই করা সম্ভব হয় সাডবারি নিউট্রিনো অবজারভেটরিতে। সাডবারি নিউট্রিনো অবজারভেটরি স্থাপন করা হয় কানাডাতে। মাটির নিচে প্রায় দুই কিলোমিটার গভীরে। এতে নিউট্রিনো টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করা হয় ভারী পানি। এদের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার টন। ডিটেক্টর হিসেবে অবজারভেটরিতে ব্যবহার করা হয় ৯ হাজারেরও বেশি ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব। নিউট্রিনোরা যখন কালেভদ্রে ভারী পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তখনই উৎপন্ন হয় চেরেনকভ রেডিয়েশন। ভিন্ন ধরনের নিউট্রিনোর মিথস্ক্রিয়ার জন্য আলাদা সংখ্যক ফোটন উৎপন্ন হয়। আবার ফোটনদের উৎপন্ন হওয়ার প্যাটার্নও হয় আলাদা। ফলে ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউবের মাধ্যমে সহজেই শনাক্ত করা যায় সব ধরনের নিউট্রিনোদের। আর এভাবেই খোঁজ মেলে সূর্য থেকে আসার পথে হারিয়ে যাওয়া নিউট্রিনোদের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

ত্রিপুরা ভবনে যোগা দিবস পালন

আগরতলা, ২২ জুন। শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। এ উপলক্ষ্যে কলকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রিট স্থিত ত্রিপুরা ভবন প্রাঙ্গনে সকাল সাতটা থেকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা ভবনের জয়েন্ট রেসিডেন্ট কমিশনার দ্বীপরাজ রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ভবন সংলগ্ন অরবিন্দ ভবনের যোগা ইনস্ট্রাকটার রাজকুমার জানা। যোগা প্রদর্শনে তিনটি ত্রিপুরা ভবনের কর্মচারী তাদের পরিবারসহ ৬০ জন অংশগ্রহন করেন। এক ঘণ্টা ২০ মিনিট পর্যন্ত যোগা প্রদর্শন সহ অফিস চলাকালীন সময়ে কিভাবে চেয়ারে বসে যোগা করা যায় তা নিয়ে ব্যাখ্যা দেন রাজকুমার জানা মহাশয়। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহনকারী সবাইকে ত্রিপুরা ভবনের যুগ্ম কমিশনার শংসাপত্র প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ত্রিপুরা ভবনের কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।।

ছেছুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন

আগরতলা, ২২ জুন : ২১ শে জুন জাতীয় সেবাশ্রম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ছেছুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য-সদস্যা তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিহার থেকে আগত যোগী ব্রজ গোপালানন্দ অবদূত জি.উনি সবাইকে নিয়মিত যোগ অভ্যাস করার বার্তা প্রেরণ করেন। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

সাংসদ বিপ্লবের তহবিল থেকে নলছড়ে যোগা ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ হতে চলেছে, ধন্যবাদ বিধায়কের

আগরতলা, ২২ জুন : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সাংসদ তহবিল থেকে ৫৩ লাখ টাকার ব্যয়ে সিপাহীজলা জেলার নলছড়ে একটি যোগা ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ হতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে সাংসদ বিপ্লবকে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কিশোর বর্মণ।

এদিন তিনি বলেন, কিছুদিন আগে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব নিকট সিপাহীজলা জেলার নলছড়ে একটি যোগা ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণে আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। ওই আবেদনে সাড়া দিয়ে দিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। শীঘ্রই ৫৩ লাখ টাকার ব্যয়ে সিপাহীজলা জেলার নলছড়ে একটি যোগা ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ হতে চলেছে। তাই সাংসদ বিপ্লবকে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কিশোর বর্মণ।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের ১৮ জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে: কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ২২ জুন : রাজ্য সরকার ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত সারা রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে। পরিবারগুলির আবেদনের ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত ১৮ জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবারগুলির পক্ষ থেকে সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য ৩৯টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা জানান। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে সরকারি সাহায্য করার জন্য স্ক্রুটিনি কমিটি ফর স্ক্রুটিনি অব অ্যাপ্লিকেশনস রিসিভড ফর প্রোভাইডিং এমপ্লয়মেন্ট টু মেম্বারস অব ফ্যামিলি অব পার্সনস কিল্ড ইন পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স শীর্ষক স্ক্রুটিনি কমিটি গঠন করা হয়। কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ এই স্ক্রুটিনি কমিটির চেয়ারম্যান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, গত ১৯ জুন এই স্ক্রুটিনি কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে আরও ৮টি পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারি চাকরি পাওয়ার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। স্ক্রুটিনি কমিটি পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকারের কাছে সভার প্রতিবেদন পেশ করবে। তিনি বলেন, ১৯৮৩ সাল থেকে ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত অনেক মানুষ রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় প্রাণ দিয়েছেন। ঐসব পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য সুষ্ঠু গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল পণ্ডহরপুর সংস্করণ ২০২৫: ৫০০০ সাইক্লিস্টের অংশগ্রহণ, ভারতের সর্ববৃহৎ সাইক্লিং সমাবেশের নতুন রেকর্ড

পণ্ডহরপুর, ২২ জুন : ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল পণ্ডহরপুর সংস্করণ ২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী ৫০০০ সাইক্লিস্টের এক বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে ভারতের সর্ববৃহৎ সাইক্লিং সমাবেশের নতুন রেকর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে সাইক্লিস্টরা ৭ দিন ধরে ১০ লাখ কিলোমিটার পেরিয়ে পণ্ডহরপুর পৌঁছেছেন। এটি ছিল চতুর্থ আখিল মহারাষ্ট্র পণ্ডহরপুর সাইকেল ওয়ারী সম্মেলন, যা ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল হিসেবে উদযাপিত হয়েছিল। এই ইভেন্টটি যৌথভাবে আয়োজিত হয়েছিল স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, মুম্বাই রিজিওনাল সেন্টার এবং পণ্ডহরপুর সাইকেল ওয়ারী সংঘ দ্বারা।

মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশের ৯০টি সাইক্লিং ক্লাবের প্রতিনিধিত্বকারী সাইক্লিস্টরা ৪০০ থেকে ৪৫০ কিলোমিটার পেরিয়ে পণ্ডহরপুরের পবিত্র শহরে পৌঁছান। তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন নগর প্রদক্ষিণ এবং রিঙ্গান সোহালা, যা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস এবং শারীরিক সক্ষমতার অসাধারণ সংমিশ্রণ।

এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাখশা খাদসে, ভারত সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী (রাষ্ট্র মন্ত্রী), জে বি গোরে, মহারাষ্ট্র সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত রাজমন্ত্রী, ধৈর্য্যশীল মোহিতে, প্রশান্ত পরিচারক, বিধায়ক, রঞ্জিতসিং মোহিতে পাটিল, বিধায়ক, পাণ্ডুরাং চাটে, আইআরএস, স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, মুম্বাই রিজিওনাল ডিরেক্টর এবং ড. অমিত সামার্থ, বিখ্যাত সহনশীলতা সাইক্লিস্ট ও ১৯ বার আয়রনম্যান, নাগপুর।

পণ্ডহরপুরের রেলওয়ে মাঠে এই উৎসবটি পরিণত হয়েছিল এক উৎসাহী ও অনুপ্রেরণামূলক কেন্দ্র হিসেবে। এই ইভেন্টটি পরিবহণের টেকসইতা, সমাজের স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যের শক্তিশালী বার্তা পৌঁছিয়েছে। এটি সাইক্লিংকে শুধুমাত্র একটি খেলা নয়, বরং একটি জীবনের অংশ হিসেবে তুলে ধরেছে, যা একটি স্বাস্থ্যকর এবং সবুজ ভারতের দিকে নিয়ে যাবে।

ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনের মূল ধারণা 'ফিটনেস কা ডোজ, আধা ঘণ্টা রোজ' এর মাধ্যমে এই ইভেন্টটি প্রত্যেক নাগরিককে দৈনন্দিন শারীরিক কার্যকলাপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে একটি সুস্থ এবং পরিবেশবান্ধব জাতি গঠিত হয়।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত মণিপুরের এয়ার ইন্ডিয়া ক্রু সদস্যের মরদেহ ইম্ফলে পৌঁছেছে

ইম্ফল, ২২ জুন: ১২ জুন আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত মণিপুরের এয়ার ইন্ডিয়া ক্রু সদস্য কংব্রাইলাতপম ঙাম্থোই শর্মার মরদেহ রবিবার ইম্ফলে পৌঁছেছে। ২০ বছর বয়সী এই তরুণ, যিনি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁর মরদেহ বীর টিকেন্দ্রজিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রহণ করেন শোকাহত পরিবার, রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা।

দুর্ঘটনায় মোট ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে ২৪১ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্য এবং ৩৪ জন সাধারণ মানুষ যাঁরা মাটিতে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই দুই মণিপুরী ক্রু সদস্যও ছিলেন। বিমানটি একটি মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে আছড়ে পড়েছিল।

শর্মার মরদেহ গ্রহণের পর উপস্থিত ছিলেন মনিপুরের কংগ্রেস সাংসদ আংগোমচা বিমোল আকোজাম, মুখ্যসচিব প্রশান্ত কুমার সিং, পুলিশ মহাপরিচালক রাজীব সিংসহ আরো বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁরা শর্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

ধর্মীয় আচার এবং আনুষ্ঠানিকতা শেষে শর্মার মরদেহ তাঁর নিজ জেলা থৌবল নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। কংব্রাইলাতপম ঙাম্থোই শর্মা ছিলেন থৌবল জেলার মেইতেই (অজনজাতীয়) সম্প্রদায়ের অধিবাসী।

দুর্ঘটনার পর শর্মার পরিবারের সদস্যরা আহমেদাবাদ গিয়েছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, দুর্ঘটনার আগের দিন শর্মা তাঁদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ''আমি লন্ডন যাচ্ছি, কিছু সময়ের মধ্যেই উড়ে যাব। এরপর হয়তো আর কথা বলব না।''

শর্মা তিন বছর আগে ইম্ফলে এয়ার ইন্ডিয়ার নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে মুম্বাইয়ে কর্মরত ছিলেন।

অন্যদিকে, ২০ জুন কানগপোকপি জেলায় ২৬ বছর বয়সী লামনুনথেম সিংসনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর মরদেহ ১৯ জুন আহমেদাবাদ থেকে নাগাল্যান্ডের দিমাপুর বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর নিরাপত্তার কারণে সরাসরি কানগপোকপিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সিংসন ছিলেন থাডোউ জনজাতির এবং কানগপোকপি জেলার অধিবাসী।

উল্লেখ্য, ১২ জুন আহমেদাবাদ থেকে উড্ডয়নের কিছু সময় পর এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় একমাত্র বেঁচে যান ব্রিটিশ নাগরিক রমেশ বিশ্বাস কুমার।

বামুটিয়া সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন

আগরতলা, ২২ জুন : বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বামুটিয়া সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হয়। এ বছরের যোগা দিবসের দিম ছিল এক পৃথিবী এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ। এই ভাবধারায় আজকে যোগা দিবস পালন করা হয়।

বামুটিয়া ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিতাভ ভট্টাচার্য উপস্থিত থেকে যোগ-ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করেন। যোগা মন, দেহ ও স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখে। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যোগব্যায়াম দরকার। আজকে যোগা দিবস পালনে যোগা প্রশিক্ষক যোগাচার্য কাপক দেবনাথ এই কথা বলেন। যোগা দিবসে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিংহ, আইতরমার চেয়ারম্যান টুটন দাস, গোমতীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দাস, বামুটিয়ার মণ্ডল প্রেসিডেন্ট শিবেন্দ্র দাসসহ অন্যান্যরা। যোগা দিবসে নেতৃবৃন্দরা বলেন সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন যোগাভ্যাস দরকার। শুধু আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে নয়, প্রতিদিন আমাদের সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন পেতে যোগব্যায়াম অপরিহার্য। যোগাভ্যাসে শরীর-মন ভালো রাখে এবং শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। আজকের যোগদিবসে প্রচুর সংখ্যক জনগণ উপস্থিত ছিলেন। বামুটিয়া মণ্ডলের অন্যান্য পদাধিকারীরাও উপস্থিত থেকে যোগা করেন।

মণিপুর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা ভারতের জন্য নতুন মার্কিন ভ্রমণ সতর্কতা জারি

দিল্লি, ২২ জুন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ভ্রমণের জন্য হালনাগাদ ভ্রমণ পরামর্শ জারি করেছে, যেখানে দেশটিকে ''লেভেল ২: এক্সারসাইজ ইনক্রিজড কৌশন'' বা ''বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন'' ক্যাটেগরিতে রাখা হয়েছে। বিশেষভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে ঘিরে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। মণিপুরকে 'ভ্রমণ করবেন না' বা 'ভ্রমণ না করার' পরামর্শের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মণিপুরে সহিংসতা ও অপরাধের আশঙ্কা প্রবল। জাতিগত সংঘর্ষ, সরকারী কাঠামোর ওপর হামলা, ও জনগণের বাস্তুচ্যুতি এই রাজ্যে নিয়মিতভাবে সংঘটিত হচ্ছে। ফলে মণিপুরে মার্কিন সরকারি কর্মকর্তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে ''প্রয়োজনীয় পূর্বানুমোদন'' বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মার্কিন ভ্রমণ পরামর্শে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংসতার ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। বোমা হামলা, গণপরিবহন ব্যবস্থা, বাজার ও রেল পরিকাঠামোর ওপর বিক্ষিপ্ত হামলার ঘটনা কখনও কখনও ঘটছে।

মার্কিন নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে 'নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয় সহ অন্যান্য উত্তর-পূর্ব রাজ্যে ভ্রমণের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করুন।'

যদিও আসাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, সিকিম বা ত্রিপুরায় সাম্প্রতিককালে বড় ধরনের সহিংসতার খবর নেই, তবুও মার্কিন কূটনীতিক ও সরকারি কর্মীদের জন্য এই অঞ্চলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে। রাজধানী শহর ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যেতে হলে তাঁদের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।

ভারতের জন্য সামগ্রিকভাবে লেভেল ২ সতর্কতা প্রযোজ্য থাকলেও জম্মু ও কাশ্মীর (লাদাখ ব্যতীত) এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলের জন্য 'লেভেল ৪: ভ্রমণ করবেন না' সতর্কতা বহাল রাখা হয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে সুরক্ষা পরিস্থিতির অবনতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঝুঁকির কারণে সর্বোচ্চ স্তরের সতর্কতা প্রযোজ্য রয়েছে।

মার্কিন সরকারের এই পরামর্শ আন্তর্জাতিক পর্যটক ও কূটনীতিকদের জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতে বিদ্যমান জটিল ও অস্থির নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডবিয়া নেতৃত্বে দিল্লিতে ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল; এক প্যাডেলও ভারতের ফিটনেস শক্তি বৃদ্ধির পথে

দিল্লি, ২২ জুন: আজ দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল ইভেন্টের আয়োজন করা হয়, যার নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডবিয়া। ইয়োগাসনা ভারত-এর সহযোগিতায় দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন বহু ক্রীড়াবিদ ও সেলিব্রিটি, যাদের মধ্যে ছিলেন নবনিযুক্ত ফিট ইন্ডিয়া অ্যাম্বাসাডর অভিনেত্রী মিয়া মেলজার, অলিম্পিয়ান রেসওয়াকারের প্রিয়ঙ্কা গোস্বামী, প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা হকি অধিনায়িকা রানী রামপাল, তায়কোয়ান্দো চ্যাম্পিয়ন রোদালি বরা, এবং ভারতীয় অভিনেত্রী মাধুরিমা তুলি, যিনি নিজেও ফিট ইন্ডিয়া আইকন।

এই সাইক্লিং ইভেন্টটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (২১ জুন) এর পরে অনুষ্ঠিত হয়। মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় ড. মাণ্ডবিয়া বলেন, 'আজকের সাইক্লিং ইভেন্ট আরও বিশেষ। গতকাল দেশের ৬,০০০ এর বেশি স্থানে যোগ অনুশীলন হয়েছিল এবং এক কোটি মানুষ ১০ লক্ষ স্থানে অংশগ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভিশনের অধীনে, ফিট ইন্ডিয়া একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যখন আমরা সাইকেলে একটি প্যাডেলও এগিয়ে ফেলি, আমরা ভারতকে একটি ফিটনেস শক্তিতে পরিণত করছি। গতকাল যোগ, আজ সাইক্লিং, এবং আগামীকাল অলিম্পিক দিবসএই ফিটনেস বিপ্লব পুরো ভারতকে একত্রিত করছে।'

ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল ইভেন্টে মহারাষ্ট্রের পণ্ডহরপুরে ৫০০০ সাইক্লিস্টের অংশগ্রহণ ছিল। এই ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী (রাষ্ট্র মন্ত্রী) শ্রীমতি রাখশা খাদসে। ৯০টি সাইক্লিং ক্লাব এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। শ্রীমতি খাদসে বলেন, 'পণ্ডহরপুর ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা ''বিকাশও বিরাসতও এবং ফিটনেসও'' এর প্রতীক।'

অভিনেত্রী মিয়া মেলজার এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'দেশের জন্য কিছু অর্থপূর্ণ কাজ করতে পারা থেকে বড় কিছু নেই। আজ সাইক্লিং করার সময় আমি উড়ন্ত মনে হয়েছিলামএটা পুরোপুরি একটি প্রজাপতির মুহূর্ত! এটি কেবল ফিট থাকার কথা নয়, এটি জলবায়ু পরিবর্তনের উত্তরও, বিশেষ করে দিল্লির জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রীকে যুবদের ফিটনেস এবং অংশগ্রহণে এমন শক্তিশালী উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

অলিম্পিয়ান প্রিয়ঙ্কা গোস্বামীও এই বার্তা দেন, 'আমাদের শরীরকে সক্রিয় রাখতে হবে। শহর কিংবা গ্রাম, আমাদের সবাইকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর ''ফিটনেস কা ডোজ, আধা ঘণ্টা রোজ'' বার্তাটি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে হবে। সাইক্লিং শরীরের শক্তি ফিরিয়ে আনে এবং স্বাস্থ্যতুদ্রদস্থ করে।'

ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়িকা রানী রামপাল বলেন, 'ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল এর মতো উদ্যোগগুলি যুবকদের সঙ্গে যুক্ত করে এবং শৃঙ্খলা ও ফিটনেসের সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। সাইক্লিং কেবল পরিবহন নয়; এটি একটি লাইফস্টাইল পরিবর্তন। যখনই আপনি ভ্রমণ করেন, চেষ্টা করুন সাইকেল ব্যবহার করতেএতে আপনি অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন।'

তায়কোয়ান্দো চ্যাম্পিয়ন রোদালি বরা, যুবদের আদর্শ হিসেবে এই আন্দোলনকে ভারতের অলিম্পিক কল্পনায় যুক্ত করেন। তিনি বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ২০৩৬ অলিম্পিক ভিশন প্রতিটি অ্যাথলিটের জন্য শক্তিশালী লক্ষ্য। সানডেস অন সাইকেল বিশেষত কাজের দিনে সময়ের অভাবে যাঁরা শরীরচর্চা করতে পারেন না, তাঁদের জন্য একটি চমৎকার উদ্যোগ। এটি আমাদের স্বাস্থ্য, মনোযোগ এবং মনোযোগী রাখে।'

ড. মনসুখ মাণ্ডবিয়া ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ''ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল'' আন্দোলন শুরু করেন। এখন পর্যন্ত এই ইভেন্টটি ১০,৫০০ স্থানে আয়োজিত হয়েছে, যেখানে ৩.৭৫ লাখেরও বেশি ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন কেলো ইন্ডিয়া সেন্টার (কেআইসি), কেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (কেআইএসসিই), স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এসএআই) ট্রেনিং সেন্টার (এসটিসি), কেলো ইন্ডিয়া অ্যাক্রেডিটেড একাডেমি (কিআইএএ), রিজিওনাল সেন্টার (আরসি) এবং ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (এনসিওই) সমন্বয়ে এসব সাইক্লিং ড্রাইভ আয়োজন করা হয়েছে।

বিজেপি সরকারের ভূমি অধিকার বঞ্চনার অভিযোগে গৌরব গগৈয়ের তীব্র আক্রমণ

কোকরাঝাড়, ২২ জুন: অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সাংসদ গৌরব গগৈ বিজেপি সরকারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার সাধারণ মানুষের ভূমি অধিকার উপেক্ষা করে বিশেষ কিছু মানুষের পক্ষেই ভূমি বরাদ্দ করছে। কোকরাঝাড়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গগৈ বলেন, 'এখানে ভূমি হলো প্রধান সমস্যা। সাধারণ মানুষ জমির জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু সেই জমি পাচ্ছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতারা, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং আদানি।'

বিজেপির পক্ষপাতিত্ব এবং সাধারণ মানুষের দাবি উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে গগৈ আরো বলেন, 'অথচ সরকার বলছে, তারা জনগণের জন্য কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ভূমি অধিকার শুধু নির্বাচনী দলের আত্মীয়দের হাতে চলে যাচ্ছে।'

তুলশিবাড়ির এক জনসভায় গগৈ কংগ্রেসের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য আরো বেশি মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। মানুষের স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানার জন্য আমরা এখানে এসেছি। কংগ্রেস তখনই শক্তিশালী হবে, যখন আমরা স্থানীয় জনগণের পাশে দাঁড়াবো।'

এছাড়াও, গগৈ বিজেপির অরুণোদয় প্রকল্প নিয়ে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'অরুণোদয় প্রকল্পে সাধারণ মহিলারা ১,০০০ থেকে ১,২০০ টাকা পাচ্ছেন, অথচ মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়কদের পরিবার সদস্যরা সরকারি প্রকল্প থেকে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পাচ্ছেন।

রবিবার মেয়র দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে কামাক্ষা মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।.

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তারানাথ ও তন্ত্র-পঞ্চক

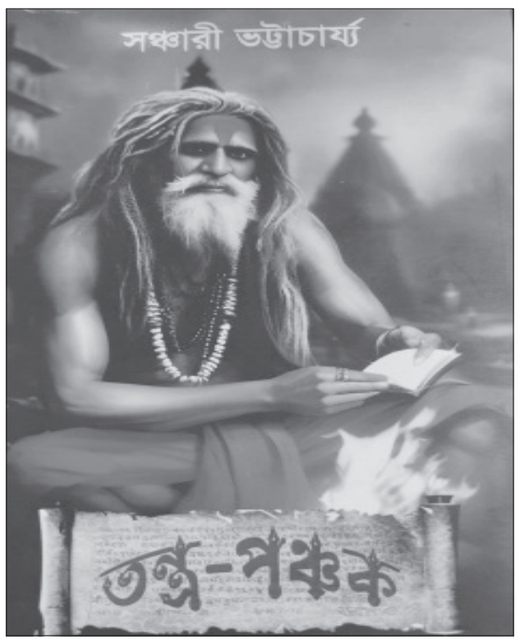

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তারানাথ তান্ত্রিকের কথা আমাদের সকলেরই প্রায় জানা। তারানাথ তান্ত্রিক বাংলা সাহিত্যের একটি কাল্পনিক চরিত্র। বাংলা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। লেখিকা সঞ্চারী ভট্টাচার্যের 'তন্ত্র-পঞ্চক' বইয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা তারানাথ তান্ত্রিকের বিভিন্ন ছোট বড়ও ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। বইয়ের 'তারানাথ তান্ত্রিক ও কুণ্ডলিনী মহাবিদ্যা দর্শন' অধ্যায়ে লেখিকা দেখিয়েছেন, তারানাথের স্মৃতিচারণ। 'এক আগন্তুকের তারানাথকে উদ্দেশ্য করে বলা বাবা ! ঘোর বিপদে পড়েছি। আমাদের গ্রামে এক অভিশাপ নেমে এসেছে, যার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারছি না। আসলে গ্রামের সকলেই ওই মন্দিরের প্রতিমাকে নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। বহু প্রাচীন এই মন্দির। মা কালিকার মন্দির। আপনি তো জানেনই মা কালিকার রোষের কথা। উনি যদি ওনার সন্তানদের উপরে রুষ্ট হন, তাহলে সমস্যা কতখানি বৃদ্ধি পেতে পারে ? এই কথা ভেবেই তো আমরা সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আর সবথেকে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন গ্রামের জমিদার মশাই। তার পরিবারের উপরেই যে সর্বাধিক কোপ পড়েছে বাবা ! আগন্তুকের কথাগুলি ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল। তারানাথের তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা, দেবী কোনওদিন কারুর প্রতি রুষ্ট হতেই পারেন না। তিনি মঙ্গলময়ী'।

'তারানাথ তান্ত্রিক ও ডাকিনী তন্ত্রসার' অধ্যায়ে লেখিকা দেখিয়েছেন, তারানাথ বলছেন, 'আমার কাছে জীবনটা একটা সাধনার বিষয় ! আমি ওভাবে বিলাস-বহুলতার মধ্যে বসবাস করাকে জীবনের মুখ্য প্রসঙ্গ হিসাবে ভাবি না ! আমার কাছে আমার জীবনটা সাধনার বলতে পারো ! কোথায় রইলাম না রইলাম, কে সঙ্গে রইল না রইল এইসব নিয়ে ভাবার অবকাশ কোথায় ? সারাদিনই তো এইসকল পুঁথি আর বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজেই কেটে যায়। এখান থেকেই যে জ্ঞান আহরণ করি, সেটার সহজেই সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনায় ব্রতী থাকি ! এটাই বলতে পারো আমার জীবনের মূল লক্ষ্য ! এভাবেই যে ক-দিন বাঁচি, সে ক-দিন থাকব ! বেশ ভালোভাবেই তো চলে যাচ্ছে ! তবে নিজের কথা না ভাবলেও মেয়ের দিকটা তো ভাবতে হয় ! চারির জন্য কিছুই হয়তো রেখে যেতে পারব না। কিন্তু ওর পড়াশোনার খরচটা চালানোর জন্যেই এই জ্যোতিষবিদ্যার কাজটা ধরেছি। এই কাজের দ্বারা যেটুকু আয় হবে সেটার দ্বারাই চারির যদি কোনও উপকার হয় তাহলে তাই-ই সই' ! এ ছাড়াও বইটির 'তারানাথ ও কর্ণ পিশাচিনীর আতঙ্ক', 'তারানাথ তান্ত্রিক ও জলহরি পিশাচ', 'তারানাথ তান্ত্রিক ও মারণসিদ্ধি' অধ্যায়গুলি পাঠকমহলে বিশেষ সমাদৃত। সুনির্দিষ্ট প্রচ্ছদ বিশিষ্ট একতারা প্রকাশনীর অন্তর্গত **বইটির মূল্য ৩০০ টাকা।**

জামের বীজ গুঁড়া করে খাওয়ায় উপকারিতা

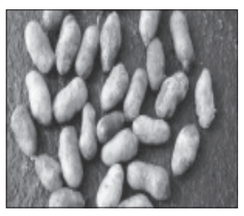

গ্রীষ্মের সুস্বাদু ফলের মধ্যে একটি জাম। কালো রঙের এই ফলটি কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণেও ভরপুর। সাধারণত এর বীজ গুঁড়া করে খাওয়া হলে তা স্বাস্থ্যের জন্য বিস্ময়কর কাজ করতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে জামের বিচিতে জ্যাম্বলিননামক একটি উপাদান থাকে। যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এশিয়ান প্যাসিফিক জার্নাল অব ট্রপিক্যাল বায়োমেডিসিনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, জামের বীজের নির্যাস ডায়াবেটিক ইঁদুরের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, যা এর ডায়াবেটিস-বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকার প্রমাণ দেয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়- জামের বীজের গুঁড়া খাওয়ার আরেকটি আশ্চর্যজনক সুবিধা হলো, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। জাম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, যা ক্ষতিকারক ফ্রি র‍্যাডিক্যাল থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। নিয়মিত এ গুঁড়া খেলে, লক্ষ্য করবেন যে অসুস্থ হওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি অনেকটাই কমে গেছে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট তৈরি করে- জামের বিচিতে থাকা বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দেহে ফ্রি র‍্যা ডিকেলের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। হজমে সহায়তা করে- জামের বিচি গুঁড়া করে খেলে ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করতে পারে। সকালে খালি পেটে খেলে অন্ত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। সেইসঙ্গে পেট ফাঁপা এবং অ্যাসিডিটি থেকে মুক্তি দিতে পারে। হজমে কিছুটা সহায়তা করতে পারে; বিশেষ করে ডায়রিয়া বা পেট খারাপ হলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। ওজন কমাতে সহায়তা করে- নিয়মিত জামের বীজ খেলে মেদ ঝরে যায়। তাই ওজন বেশি থাকলে জামের বীজের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দ্য ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ওবেসিটির মতে, জাম ফ্যাট বিপাক রোধ করতে এবং চর্বি জমা কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

পেটের জন্য উপকারী- বদহজম, গ্যাস ও অ্যাসিডিটির মতো জটিলতায় জামের বিচি দারুণ কাজ করে। এই বীজ নিয়মিত খেলে পেটের অসুখ থেকে সহজে নিস্তার পাওয়া যায়। ত্বক ভালো করে- যেহেতু জাম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, তাই এটি ত্বকের জন্যও দুর্দান্ত।

নারিকেল তেল রান্নার জন্য ভালো ! বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মত

বর্তমানে বাজারে নানা ধরনের তেল পাওয়া যায়। সয়াবিন, সরিষা, সূর্যমুখী, রাইস ব্র্যান, নারকেল, জলপাই (অলিভ ওয়েল) ইত্যাদি। এত এত তেলের ভিড়ে কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, তা নিয়েই আবার অনেকের প্রশ্ন। এ ব্যাপারে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বিশেষজ্ঞ ডা. আখিলা বিনোদ। তিনি জানিয়েছেন, রান্নার জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে নারকেল ও জলপাই তেল।

নারকেল তেল কেন সেরা: নারকেল তেল ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, এটি হৃদরাগ রোধে সহায়ক। এই তেল স্যাচুরেটেড ফ্যাট হলেও শরীরে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নারকেল তেল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি।

নারকেল তেলের উপকারিতা: অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণাগুণ: নারকেল তেল ইনফেকশন প্রতিরোধে সহায়তা করে।

উচ্চ তাপমাত্রা সহন: গরমেও পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় না নারকেল তেলের। ভিটামিন সমৃদ্ধ: নারকেল তেলে ভিটামিন ক্ক, জ্ঞ রয়েছে। যা ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী।

জলপাই তেলের বৈশিষ্ট্য:- জলপাই তেল হচ্ছে মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। বিশেষ সি-কার্বন বন্ধনের কারণে গরমেও নষ্ট হয় না এটি। অর্থাৎ, রান্নার সময়ও জলপাই তেলের গুণগতমান ঠিক থাকে।

জলপাই তেলের উপকারিতা: জলপাই তেল পলিফেনল সমৃদ্ধ। পলিফেনল শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। আবার হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। রক্তে যদি খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কোনটি বেছে নেবেন: তীব্র ভাজার জন্য: তীব্রভাবে কিছু ভাজার জন্য নারকেল তেল ভালো। কেননা, এটি তাপমাত্রা

সহ্য করতে পারে। হালকা রান্না বা সালাদ ড্রেসিং: এ জন্য জলপাই তেল ভালো। কারণ, এই তেলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পরিমাণে বেশি থাকে। তবে আপনি চাইলে একাধিক তেল বা একই তেল বারবার ব্যবহারের পরিবর্তে পছন্দ অনুযায়ী বেছে নিতে পারেন তেল।

অতিরিক্ত তেল নয়: তেল যেটিই ব্যবহার করেন না কেন, তা স্বাস্থ্যকর হলেও কখনো অতিরিক্ত ব্যবহার করা ঠিক নয়। অতিরিক্ত তেল ব্যবহার করলে ওজন বৃদ্ধি, হৃদরোগের ঝুঁকি, লিভারের চাপ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য স্বাভাবিক পরিমাণে তেল ব্যবহার করা ভালো। এদিকে নারকেল ও জলপাই, দুটি তেলই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। রান্নার ধরণ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও স্বাদ অনুযায়ী পছন্দের তেল বেছে নেয়াটা জরুরি। কিন্তু পরিমাণ মতো ব্যবহার এবং ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হতে হবে। তবেই সুস্থ থাকা যাবে।

অজানা যে সব খাবারে রয়েছে ভিটামিন সি

কমলা, লেবু, মাল্টা, পেয়ারাসহ টক জাতীয় ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। ফল ছাড়াও ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ বেশকিছু খাবার রয়েছে যা অনেকেরই অজানা। আসুন সেগুলো জেনে নেওয়া যাক-

কাঁচা মরিচ: কাঁচা মরিচে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং বেটা-ক্যারোটিন। এটি চোখ, ত্বক ও রোগ প্রতিরোধে খুবই কার্যকরী। তাই ভিটামিন 'সি'-এর ঘাটতি পূরণে প্রতিদিন দুই বেলা খাবারের পাতে রাখুন কাঁচা মরিচ।

লাল মরিচ: ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো লাল মরিচ। আধা কাপ লাল মরিচে রয়েছে ১০৭ দশমিক ৮ গ্রাম ভিটামিন 'সি'। পেশীর ব্যাথা নিরাময় ও হারের সংযোগ স্বাভাবিক রাখতে এর জুড়ি নেই।

আনারস: ভিটামিন 'সি'তে ভরপুর ফল আনারস। এককাপ আনারসে রয়েছে ৭৯ গ্রাম ভিটামিন 'সি'। তাছাড়া এটি ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের ভালো উৎস।

স্ট্রবেরি: স্ট্রবেরির স্বাস্থ্য উপকারিতা ব্যাপক। ভিনদেশী এই ফলে ভিটামিন সি'র পাশাপাশি রয়েছে ম্যাগনেসিয়ামসহ নানা পুষ্টি উপাদান। ব্রকলি: সবুজ সবজি ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি', মিনারেল এবং খনিজ। প্রতি ১০০ গ্রাম ব্রকলিতে ৮৯.২ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। কাজেই ভিটামিন 'সি' এর অভাব পূরণে প্রতিদিন ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে।

পেঁপে: পেঁপেতেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' রয়েছে। প্রতিদিন মাত্র একটি পেঁপে খেলেই শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি'র চাহিদা পূরণ হয়।

কিউয়ি: কিউয়িতে ভিটামিন সি'র পরিমাণ কমলার থেকেও বেশি। এতে আরও রয়েছে ফ্লেভোনয়েড এবং পটাসিয়াম।

আম: ১০০ গ্রাম আমে রয়েছে ৩৬ দশমিক ৪ গ্রাম ভিটামিন 'সি'।

মিষ্টি আলু: মিষ্টি আলুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন 'সি', বেটা ক্যারোটিন ও বিভিন্ন রকমের মিনারেল যা স্বাস্থ্যকর দেহের জন্য আবশ্যক। ভিটামিন 'সি' পানিতে দ্রবণীয় হওয়ায় তা অনেক বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলেও দেহের কোনো ক্ষতি সৃষ্টি করে না বলে জানান বিশেষজ্ঞরা।

ওজন ঝরাতে খালি পেটেই লেবু জল খান

লেবুর জল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। লেবুর জল ওজন কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ উপকারী। কিন্তু লেবুর জল ঠিকমতো পান না করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে। অনেকেই ওজন ঝরাতে খালি পেটে লেবুর জল খান,এ ই অভ্যাস খারাপ না ভাল? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কী মত? লেবুর জল শরীরের জন্য উপকারী এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কবে খালি পেটে খেলে হীতে বিপরীত হতে পারে। খালি পেটে এই পানীয় পান করলে পেট ও দাঁত সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। আর কী-কী ক্ষতি করে খালি পেটে লেবু জল? আসুন জেনে নেওয়া যাক

লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও লেবুর গুণের শেষ নেই। গরম জলে লেবু খেলে বাড়তি মেদও ঝরে এই নিয়েও কোনও মতবিরোধ নেই। তবে খালি পেটে নয়। জানুন কী ক্ষতি করছেন নিজের

দাঁতের জন্য খারাপ- খালি পেটে লেমনেড পান করলে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। লেবুতে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে এটি দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে। এতে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যায়। জলশূন্যতা- সকালে কিছু না খেয়ে লেবুর জল পান করলে জলশূন্যতা হতে পারে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড রয়েছে। ফলে এতে ঘন-ঘন প্রস্রাব পায় এবং কিডনিতে চাপ পড়ে ও শরীরে জলশূনতা দেখা দেয়।

হাড়ের ক্ষয়- খালি পেটে লেবুর জল পান করলে হাড়েরও ক্ষতি করে। খালি পেটে এই পানীয় খেলে হাড়ের মধ্যে উপস্থিত ফ্লুইড শোকাতে শুরু করে, যার কারণে হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

প্রস্রাবের সমস্যা লেবুর জল মূত্রবর্ধক। খালি পেটে এটি বেশি পান করলে প্রস্রাবের সমস্যা হতে পারে। খালি পেটে লেবু জল পান করার কারণে ঘন-ঘন প্রস্রাব পাওয়ার সমস্যা হতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত মাত্রায় লেবু জল পান করলে অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। ওজন কমানোর জন্যই মানুষজন পান করে থাকেন এই পানীয়। তবে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ ছাড়া লেবু জল পান না করাই ভাল। এছাড়া মাথায় রাখবেন আরও একটি বিষয়, লেবুর জল পান করার আগে বা পড়ে কোনোও ধরনের দুগ্ধজাত খাবার খাবেন না।

হাঁসের ডিমের পাতুরি

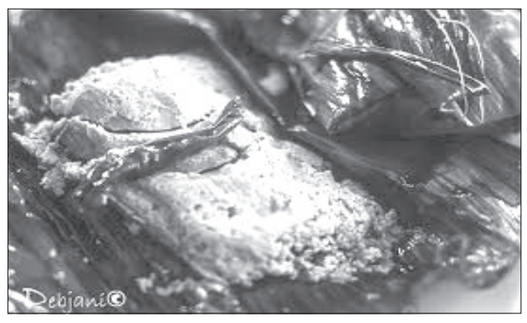

এই ঠান্ডায় রাত পর্যন্ত হেঁশেল ঠেলতে মোটেই ভাল লাগে না। অথচ খাবার টেবিলে নিত্যনতুন পদের জোগান দিতে হবে আপনাকেই। তাই সাত-পাঁচ ভেবে ফেরার পথে বাজার থেকে বেশ কয়েকটা হাঁসের ডিম কিনে এনেছেন। শীতের রাতে গরম ভাতের সঙ্গে হাঁসের ডিমের পাতুরি মন্দ লাগবে না। কিন্তু কী ভাবে তৈরি করবেন এই পাতুরি? রইল রেসিপি।

উপকরণ

হাঁসের ডিম: ৬টি

পোস্ত: ২ টেবিল চামচ

সাদা এবং কালো সর্ষে: ২ টেবিল চামচ

সাদা তিল: ২ টেবিল চামচ

সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ

কাঁচা লঙ্কা: ৫-৬টি

কলাপাতা: কয়েক টুকরো

নুন: স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী

১) প্রথমে হাঁসের ডিমগুলো ভাল করে সেদ্ধ করে নিন।

২) ডিম সেদ্ধ হতে হতে কলাপাতাগুলো আগুনে হালকা করে সেঁকে নিন।

৩) দুই ধরনের সর্ষে, পোস্ত, কাঁচালঙ্কা এবং সামান্য একটু নুন দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন।

৪) এ বার খোসা ছাড়িয়ে ডিমগুলো দু'ভাগ করে কেটে নিন।

৫) একটি পাত্রে ওই বাটা মশলার সঙ্গে সর্ষের তেল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এর মধ্যে ডিমগুলো দিয়ে দিন।

৬) এ বার কলাপাতায় মশলা মাখানো অর্ধেক ডিম দিয়ে, তার উপর একটি করে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন।

৭) উপর থেকে কয়েক ফোঁটা সর্ষের তেল ছড়িয়ে কলাপাতা মুড়ে টুথপিক দিয়ে আটকে নিন।

৮) এ বার কড়াই বা চাটুতে সামান্য তেল ব্রাশ করে তার মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সেঁকে নিন। ৯) টিফিন বাক্সের মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সাজিয়ে, ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখেও ভাপিয়ে নিতে পারেন।

নিয়ম করে জুম্বা করলেই ঝরবে ওজন

শরীর সুস্থ রাখতে হলে শরীরচর্চা জরুরি। রোজ নিয়ম করে শরীরচর্চা কিংবা ব্যায়াম করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎকেরাও। তবে অনেকেই আছেন, যাঁদের জিমে গিয়ে ভারী ভারী ওজন তুলতে বা একঘেয়ে শরীরচর্চা করতে ভাল লাগে না। আপনারও কি জিমের নাম শুনলেই আলস্য আসে? ফিটনেসবিদদের মতে, শরীরচর্চা মানেই যে জিমে গিয়ে ভারী ওজন তুলতে হবে এমনটা নয়, জিমে না গিয়েও শরীরচর্চা করা যায়। ইদানীং অনেকেই শরীরচর্চার বিকল্প হিসাবে জুম্বাকে বেছে নিচ্ছেন। জুম্বা লাতিন আমেরিকার এক নৃত্যশৈলী তথা ব্যায়াম। সালসা ও অ্যারোবিকের যুগলবন্দি বলা যায় একে। কেবল ভুঁড়ি কমাতেই নয়, ক্রনিক অসুখ ঠেকাতেও এই ব্যায়ামে ভরসা রাখতে পারেন। জেনে নিন, জুম্বা করলে কী কী লাভ হয় শরীরের? ১) জুম্বা করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পেশির সঞ্চালন হয়। হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতেও এই ব্যায়াম বেশ উপকারী। নিয়মিত জুম্বা করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে, ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অল্পবয়সিদের মধ্যে হৃদ্রোগের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। জিমে যেতে না চাইলে জুম্বা ক্লাসে ভরতি হতেই পারেন।

ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করার অনেক ধরনের উপকার আছে

ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করার অনেক ধরনের উপকার আছে। তার মধ্যে সবের আগে যেটি দেখা যায়, তা হল, এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টির উপাদান পায় শরীর। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা নানা রকম খাবার খান না। তা স্বাস্থ্যের কারণেই হোক বা স্বাদের কারণে। তাঁদের শরীরের মাঝেমধ্যেই পুষ্টির কিছু উপাদানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সে সব লক্ষণ চিনে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। যাতে বড় কোনও সমস্যার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। শরীরে যেন পুষ্টির ঘাটতি না হয়, সে কারণে চিকিৎসকেরা নানা রকম রক্তপরীক্ষা করে, শরীরের হল বুঝে কাউকে কোনও নির্দিষ্ট ভিটামিন, কাউকে মাল্টি ভিটামিন, কাউকে আবার অন্য সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে বিচার বিবেচনা না করে কোনও কিছুই খাওয়া উচিত নয়। ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্টের মধ্যে অনেক ধরনের উপাদান থাকে। একটি উপাদান হয়তো আপনার শরীরের জন্য কাজে এল। কিন্তু বাকি উপাদানের অতিরিক্ত প্রবেশ সমস্যা তৈরি করতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ভিটামিন ও বিভিন্ন ধরনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া বন্ধ করতে হবে। জেনে নিন, কোন কোন ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট একসঙ্গে খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

১) ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে ক্যালশিয়াম বা মাল্টি ভিটামিন: ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট খেলে তার সঙ্গে ক্যালশিয়ামের দাওয়াই বা মাল্টিভিটামিনের বড়ি ভুলেও খাবেন না। ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট মনকে শান্ত করে, পেশিকে নমনীয় করে। তবে তার সঙ্গে ক্যালশিয়াম বা মাল্টিভিটামিন খেলে কোনও লাভই হবে না। দু'টো দাওয়াই খেতেই হলে মাঝে অন্তত দু' ঘণ্টা সময় ছাড়তে হবে।

২) ভিটামিন ডি, ই ও কে: বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ভিটামিন ডি-এর ক্যাপসুলের সঙ্গে ভিটামিন ই ও কে ক্যাপসুল খেলে শরীরে ভিটামিন ডি-এর শোষণ কমে যায়। একান্তই এই সব ওষুধ খেতে হলে মাঝে অন্তত দু'ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান রাখা জরুরি।

৩) কপার ও জিঙ্ক: শরীরে কপারের ঘাটতির জন্য যদি কেউ কপার সাপ্লিমেন্ট খেতে শুরু করেন তাহলে জিঙ্কের সাপ্লিমেনিট এড়িয়ে চলাই ভাল। জিঙ্ক শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করলেও কপারের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে হিতে বিপরীত হয়। কোনও খনিজকেই শরীর ভাল ভাল শোষণ করতে পারে না।

৪) আয়রন ও গ্রিন টি: শরীর চাঙ্গা রাখতে গ্রিন টি খাওয়াই যায়। উচ্চ রক্তচাপ খেতে কোলেস্টেরল সব রোগের ক্ষেত্রেই গ্রিন টি খাওয়া উপকারী। হজমশক্তি ভাল খরতেও এই চায়ের জুড়ি মেলা ভার। তবে আয়রনের সাপ্লিমেন্টের সঙ্গে এই চা খাওয়া মোটেও ভাল নয়। শরীরে আয়রনের শোষণ কমে যায়। ৫) ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি১২: এই দুই ভিটামিন একসঙ্গে খেলে কোনও লাভ হয় না শরীরের। ভিটামিন সি, ভিটামিন বি১২কে ভেঙে দেয়। ফলে ভিটামিন বি১২ রক্তে মিশে যেতে পারে না। তাই এই দুই ভিটামিন খেলে দু'ঘণ্টার ব্যবধান রাখতে হবে মাঝে।

লবঙ্গের নানা গুণ

খুসখুসে কাশি মুখে একটু লবঙ্গ রাখলেই কমে যায়। ঠান্ডালাগার সমস্যায় লবঙ্গ হল সঞ্জীবনীর মতো। লবঙ্গের গুণে সর্দি-কাশির সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়। অনেক সময় হালকা ঠান্ডা লাগলে মুখে লবঙ্গ রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরাই। লবঙ্গ চিবোলে শুধু যে সর্দি-কাশি, জ্বর কমে তা-ই নয়, শরীরের আরও অনেক উপকার হয়।

জানেন সেগুলি কী? ১) মুখের দুর্গন্ধ তাড়ানোর একটি উপায় হল লবঙ্গ। অনেক সময় দু'বেলা দাঁত মেজেও দুর্গন্ধ যেতে চায় না। ব্যাক্টেরিয়ার কারণেই মূলত এই দুর্গন্ধ হয়। তবে মুখে লবঙ্গ রাখলে সেই সমস্যা আর হবে না। ২) হজমের গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খাবেন না। বরং মুখে রাখুন লবঙ্গ। কয়েক মুহূর্তে স্বস্তি পাবেন। শুধু হজমের সমস্যার সমাধানে নয়, প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও লবঙ্গ দারুণ উপকারী। দিনে একটা লবঙ্গ মুখে রাখলেও উপকার পাবেন। ৩) লিভার সুস্থ রাখতেও লবঙ্গের জুড়ি মেলা ভার। অ্যান্টি- অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান সমৃদ্ধ লবঙ্গের গুণে ভাল থাকে লিভার। হজমের গোলমাল ঠেকাতে যে হেতু পারদর্শী লবঙ্গ, তাই লিভারের খেয়াল রাখতেও চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন লবঙ্গের উপর। ৪) লবঙ্গ পেশির ব্যথা, যন্ত্রণা তাড়াতেও ওষুধের মতো কাজ করে। হাঁটুর ব্যথায় কাতর অনেকেই। বসলে উঠতে পারেন না, উঠলে আবার বসা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। এমন সমস্যায় ভুগছেন যাঁরা, লবঙ্গ মুখে রাখলে তাঁরা কিন্তু অনেকটাই স্বস্তি পাবেন। ৫) শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা রক্ষায় লবঙ্গের গুণ অনেক। ভিতর থেকে ফিট থাকতে লবঙ্গ সত্যিই ভীষণ উপকারী। সারা দিনে যদি একটা লবঙ্গও চিবোতে থাকেন, তা হলে অনেক সুফল পাবেন।

অসমে শুরু 'অম্বুবাচী মহাযোগ', তীর্থযাত্রীদের উষ্ণ স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২২ জুন: আজ থেকে শুরু হল অসমের কামাখ্যা মন্দিরে অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী 'অম্বুবাচী মহাযোগ'। এই মহোৎসবের অংশ হিসেবে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ও সাধুসন্তরা আসাম রাজ্যের পবিত্র নীলাচল পাহাড়ে সমবেত হচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ পোস্ট করে সকল তীর্থযাত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং কামাখ্যা দেবীর আশীর্বাদ কামনা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে বলেন, "আজ থেকে শুরু হচ্ছে অম্বুবাচী মহাযোগ, যা মা কামাখ্যার দেবীসত্তার বাৎসরিক মহোৎসব। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাধু-সন্ত ও ভক্তরা নীলাচল পাহাড়ে এসে ভারতের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করবেন।

আমি সকল তীর্থযাত্রীকে আসামে স্বাগত জানাই এবং প্রত্যেকের জন্য কামনা করি মা কামাখ্যার আশীর্বাদ ও এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা।"

অম্বুবাচী মহাযোগ কামাখ্যা মন্দিরের অন্যতম বৃহত্তম বাৎসরিক উৎসব, যেখানে প্রতি বছর লক্ষাধিক ভক্ত মা কামাখ্যার শক্তির আরাধনায় সমবেত হন। এই উপলক্ষে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ও উপাসনা হয়।

এদিকে, গুয়াহাটির ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (ট্রাফিক) জানিয়েছেন, ২২ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষে শহরে একাধিক ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। জননিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। জরুরি পরিষেবার যানবাহন যেমনঅ্যাম্বুল্যান্স, দমকল, স্কুল বাসএর নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

অম্বুবাচী মহাযোগ উৎসব প্রতি বছর কামাখ্যা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে অসংখ্য ভক্ত ও তীর্থযাত্রী মন্দিরে পবিত্র তিথিতে অংশ নিতে আসেন।

রবিবার আগরতলায় রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের উদ্যোগে নামদাম পর্ব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

রক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহ ২৩ জুন মুক্তি দেবেন রাষ্ট্রপতির ভাষণের সংকলন 'উইংস টু আওয়ার হোপস - দ্বিতীয় খণ্ড' এবং 'আশাওন কি উড়ান - খন্ড ২'

নতুন দিল্লি, ২২ জুন : ২৩ জুন, রাষ্ট্রপতি স্মিতা দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বিতীয় বর্ষে অফিসে দেয়া ভাষণের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত সংকলন 'উইংস আওয়ার হোপস — ২য় খণ্ড' এবং 'আশাওন কি উড়ান - খন্ড ২' আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি দেবেন রক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহ। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী এল. মুরগান।

প্রকাশনাটি, যার প্রকাশ করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পাবলিকেশনস ডিভিশন, রাষ্ট্রপতি মুর্মুর দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেশব্যাপী উন্নয়নমূলক চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরছে। সংকলনটির দ্বিতীয় ভলিউমে ৫১টি ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা ২০২৩ আগস্ট থেকে ২০২৪ জুলাই পর্যন্ত দেওয়া রাষ্ট্রপতির ভাষণগুলির একটি মূল্যবান প্রতিচ্ছবি।

এটি প্রকাশের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, সমতা, এবং জাতীয় আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ঘাটিত হবে। এই বইটি দুটি ভাষায় (হিন্দি এবং ইংরেজি) প্রকাশিত হবে, যার সাথে একটি ই-ভার্শনও থাকবে।

পাবলিকেশনস ডিভিশন, ভারতের সরকারী প্রধান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে, দেশব্যাপী জনগণের আগ্রহের বিভিন্ন বিষয়, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন বই প্রকাশ করে আসছে। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীদের নির্বাচিত ভাষণগুলির সংকলনও এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে, যা গত আট দশক ধরে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

অসমে 'অপারেশন ঘোস্ট সিম'-এ সাফল্য, একাধিক ভোটার আইডি সহ গ্রেপ্তার আরও এক অভিযুক্ত

গুয়াহাটি, ২২ জুন: অসম পুলিশ 'অপারেশন ঘোস্ট সিম' অভিযান চলাকালে আরও এক প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ধুবড়ি জেলার যৌথ অভিযানে, ২০ জুন রূপচাঁদ আলী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার কাছ থেকে একাধিক ভোটার আইডি কার্ড উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি মোবাইল ফোন, দুটি মোবাইল সিম কার্ড, ১৫টি ভোটার আইডি কার্ড, একটি আধার কার্ড এবং একটি প্যান কার্ড। বর্তমানে অভিযুক্ত রূপচাঁদ আলী পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে রয়েছেন এবং প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন বলে জানিয়েছে অসম এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স)।

এটি "অপারেশন ঘোস্ট সিম"এর আওতায় গ্রেপ্তার হওয়া ১২তম ব্যক্তি। এর আগে, ১ জুন, ধুবড়ি জেলার পোকালাগি গ্রামের বাসিন্দা মোস্তফা রহমান (২৯)-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মে মাসে শুরু হওয়া এই বিশেষ অভিযানটি দেশজুড়ে আরও ১০ জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এসটিএফ প্রধান পার্থ সারথি মহন্তের নেতৃত্বে এই অভিযান চলছে।

পুলিশের মহাপরিচালক হরমিত সিং জানিয়েছেন, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আসাম, রাজস্থান ও তেলেঙ্গানার বিভিন্ন অঞ্চলে একযোগে অভিযান চালানো হয়েছে। ১৪ মে, অসম এসটিএফ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এর ধারা ৬১(২)/১৪৭/১৪৮/৬২ এবং ইউএ(পি) আইনের ধারা ১৮ এর অধীনে মামলা দায়ের করেছিল। পুলিশ আরও জানিয়েছে, তদন্ত চলাকালে চক্রটির সঙ্গে পাকিস্তানি সন্ত্রাসীদের যোগসূত্র থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিশেষত, ভুয়া নথিপত্র ব্যবহার করে সিম কার্ড সংগ্রহ করা হচ্ছিল, যা দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন পর্যন্ত এই অভিযানে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসটিএফ এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি সতর্ক নজরদারি চালাচ্ছে এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতাবস্থার জন্য 'তাৎক্ষণিক উত্তেজনা প্রশমন ও কূটনৈতিক সংলাপ' জরুরি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

নতুন দিল্লি, ২২ জুন : ইরানের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি ডঃ মাসউদ পেজেশকিয়ান-এর সঙ্গে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ফোনালাপে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জানান, আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এখনই উত্তেজনা প্রশমন এবং কূটনৈতিক সংলাপ অত্যাবশ্যক। এক্স-এ একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন: "ইরানের প্রেসিডেন্ট গত্মন্দুত্রিত্রন্দুখদ্র-এর সঙ্গে কথা বললাম। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সাম্প্রতিক উত্তেজনার বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। অবিলম্বে উত্তেজনা প্রশমন, সংলাপ ও কূটনীতিএই পথেই আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।"

প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও জানান, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা শুধু সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পুনরায় সংলাপ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ভারত বরাবরই শান্তিপূর্ণ সমাধান ও কূটনৈতিক আলোচনার পক্ষে। এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তায় ভারতের অবস্থান আরও একবার স্পষ্ট হলসহিংসতা নয়, বরং আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান খোঁজাই একমাত্র উপায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত ১১ বছরে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার গণতন্ত্রীকরণ: শ্রী জিতেন্দ্র সিং

নতুন দিল্লি, ২২ জুন: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জিতেন্দ্র সিং আজ এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত ১১ বছরে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার গণতন্ত্রীকরণ ও যুবসমাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সময়কালে ভারতের গণতন্ত্রে এমন একটি পরিবর্তন এসেছে যেখানে প্রতিটি নাগরিকবিশেষত প্রতিটি মাবিশ্বাস রাখতে পারেন যে তার সন্তান সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে পারবে, তা তার সামাজিক বা আর্থিক অবস্থান যাই হোক না কেন।

তিনি বলেন, এক সময় যেসব রাজ্যে আইএএস এবং প্রশাসনিক সেবার চাকরি সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন বিহার, তামিলনাড়ু, কেরালা, আজ সেই রাজ্যগুলো থেকে ছাত্ররা ভারতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সফল হচ্ছে। এর মধ্যে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন পঞ্জাব, হরিয়ানা ও জম্মু ও কাশ্মীর থেকে উঠে আসা সফল ছাত্রদের কথা।

শ্রী জিতেন্দ্র সিং উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, পুঞ্চ জেলার পার্সাঞ্জিত কৌর, যিনি ২০২২ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম চেষ্টা করেই অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক ১১ অর্জন করেন, এবং পঞ্জাবের আনমোল শের সিং বেদি, যিনি ২০১৬ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক ২ পান।

'এটাই গণতন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য,' শ্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, 'যেখানে প্রতিটি মা, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে, বিশ্বাস রাখতে পারে যে তার সন্তান শিখরে পৌঁছাতে পারবে।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে গত ১১ বছরে যা কিছু সম্ভব হয়েছে, তা অতীতের প্রজন্মের বহু বছরের স্বপ্ন ছিল।' মন্ত্রী বলেন, ভারতের অবকাঠামো, শাসনব্যবস্থা, প্রযুক্তি, এবং যুব ক্ষমতায়ন সহ সব ক্ষেত্রে একের পর এক মাইলফলক অর্জিত হয়েছে।

শ্রী জিতেন্দ্র সিং প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে নর্থইস্ট এবং জম্মু ও কাশ্মীরের রেলওয়ে উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, বহু দশক ধরে এ অঞ্চলের মানুষ রেলওয়ের সুবিধা পেতে পারেনি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে এই অঞ্চলে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে, এবং এমনকি ভান্দে ভারত ট্রেন চালু করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে কাজের সুযোগের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত সরকারি চাকরির বাইরে। ভারতীয় বায়োটেক সেক্টরের অগ্রগতি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে যেখানে বায়োটেক স্টার্টআপ ছিল মাত্র ৫০টি, ২০২৪ সালে তা ১০,০৭৫টি পৌঁছেছে, যার মূল্যায়ন বেড়ে ১০ বিলিয়ন থেকে ১৭০ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।

তিনি বলেন, 'ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় আমরা আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছি,' এবং '২০৩৫ সালের মধ্যে আমরা "ভারত আন্তরিক স্টেশন" প্রতিষ্ঠার পথে রয়েছি।' তিনি জানান, ভারতের অ্যাস্ট্রোনট গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শা, যিনি অ্যাক্সিয়াম-৪ মিশনের মিশন পাইলট হিসেবে কাজ করবেন, মহাকাশ জীববিজ্ঞান পরীক্ষার জন্য দেশীয়ভাবে উন্নত বায়োটেক কিট ব্যবহার করবেন।

তিনি আরো বলেন, 'গত ১১ বছরে কোনও মন্ত্রী বিরুদ্ধে একটিও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেনি।' তিনি সরকারের স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপগুলির প্রশংসা করেন এবং বলেন, 'পূর্ববর্তী শাসনামলে যেখানে দুর্নীতির ঘটনা ছিল, সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক মান বজায় রাখে।'জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'সাধারণ জীবনযাত্রা ফিরে এসেছে এবং পর্যটন সমৃদ্ধ করছে।'

মহাকাশ ও বায়োটেকনোলজি ক্ষেত্রে ভারত এখন বিশ্বে সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত অংশীদার হয়ে উঠেছে।

শ্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, 'ভবিষ্যতে ২০৪৭ সালের জন্য বিকসিত ভারত গড়ে তুলতে সবচেয়ে বড় শক্তি হবে ভারতীয় নাগরিকরা। তাদের সমর্থন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ভারত আগামী ২৫ বছরে তার যাত্রা সম্পন্ন করবে।'

ভারতীয় নৌবাহিনী রাশিয়ায় যুক্ত করতে যাচ্ছে সর্বাধুনিক স্টিলথ ফ্রিগেট "তামল"

নতুন দিল্লি, ২২ জুন: ভারতীয় নৌবাহিনী আগামী ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে রাশিয়ার ক্যালিনিনগ্রাদে তাদের সর্বাধুনিক স্টিলথ মাল্টি-রোল ফ্রিগেট "তামল" কমিশন করার জন্য প্রস্তুত। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় নৌবাহিনীর পশ্চিম নেভাল কমান্ড ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ, ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় জে সিং, এবং উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় ও রুশ সরকার ও প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ।

এই যুদ্ধজাহাজটি "ক্রিভাক" শ্রেণীর ফ্রিগেটের অষ্টমটি, যা গত দুই দশকে রাশিয়া থেকে ভারতীয় নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে। "তামল" তুষিল শ্রেণীর দ্বিতীয় জাহাজ, যা তার পূর্বসূরি "তালওয়ার" ও "তেগ" শ্রেণীর আধুনিক সংস্করণ। ভারত সরকার এর অংশ হিসেবে গোয়া শিপইয়ার্ডে দুটি তুষিল শ্রেণীর ফ্রিগেট তৈরি করছে, রুশ প্রযুক্তি ও নকশার সহায়তায়। এই সিরিজের শেষে, ভারতীয় নৌবাহিনী চারটি আলাদা শ্রেণীতে মোট দশটি যুদ্ধজাহাজ চালাবে, যেগুলোর সরঞ্জাম, অস্ত্র ও সেন্সর একই ধরনের হবে।

"তামল" নির্মাণ করেছে রাশিয়ার ক্যালিনিনগ্রাদের ইয়ান্তার শিপইয়ার্ডে। এটি বিদেশ থেকে আসা শেষ যুদ্ধজাহাজ, যা ভারত সরকারের "আত্মনির্ভর ভারত" এবং "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তামলে ২৬ু দেশীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে ব্রাহ্মোস দীর্ঘ পাল্লার ক্রুজ মিসাইল অন্তর্ভুক্ত, যা সমুদ্রে এবং স্থলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এই জাহাজটি তার পূর্বসূরি জাহাজগুলির তুলনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপগ্রেডের সাথে এসেছে, যেমন ভার্টিকালি লঞ্চড সার্ফেস-টু-এয়ার মিসাইল, উন্নত ১০০ মিমি গান, নতুন প্রজন্মের ইও/আইআর সিস্টেম, ৩০ মিমি সিআইডব্লিউএস, ভারী টরপেডো, দ্রুত আক্রমণকারী সাবমেরিন রকেট, এবং একাধিক নজরদারি ও ফায়ার কন্টোল রাডার এবং সিস্টেম।

তামলের যুদ্ধ সক্ষমতা অত্যন্ত উন্নত, যার মধ্যে রয়েছে নেটওয়ার্ক সেন্টিক যুদ্ধ, উন্নত বৈদ্যুতিন যুদ্ধ স্যুট, এবং অত্যাধুনিক যোগাযোগ, নেভিগেশন, এবং ডেটালিঙ্ক সিস্টেম। এই জাহাজটি অত্যাধুনিক ব্রাহ্মোস সুপারসোনিক মিসাইল সিস্টেম এবং হুমসা এনজি মর্ক জ্জজ্জ সোনারের মতো প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত। এর সাথে রয়েছে আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং সেন্সর, যা যুদ্ধক্ষেত্রে এটিকে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তামলের ক্রু, যাদের মধ্যে ২৫০ জনেরও বেশি কর্মী রয়েছেন, তারা রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং ক্যালিনিনগ্রাদে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং শীতকালীন পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তামল তিন মাসব্যাপী সমুদ্র পরীক্ষার সফল সমাপ্তি করেছে, যা তার সিস্টেম, অস্ত্র এবং সেন্সরগুলোর কার্যকারিতা প্রমাণিত করেছে।

তামল নামটি ভারতীয় পুরাণের দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধকাস্তে "তামল" থেকে এসেছে। এর প্রতীক হিসেবে ভারতীয় পুরাণের অমর ভাল্লুক রাজা "জাম্ববন্ত" এবং রাশিয়ার জাতীয় প্রাণী ইউরেশীয় ব্রাউন বিয়ারের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছে। তামলের ক্রু তাদেরকে "গ্রেট বিয়ারস" নামে পরিচিতি দেয়, যা তাদের গর্ব এবং ঐতিহ্যের প্রতীক।

"তামল" ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের দীর্ঘকালীন সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের সাক্ষী। এই জাহাজের মটো "সর্বদা সর্বত্র বিজয়" ভারতীয় নৌবাহিনীর অপারেশনাল উৎকর্ষতার প্রতি তাদের অবিচল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। ১২৫ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৩৯০০ টন ওজনের এই যুদ্ধজাহাজ ভারতের নৌবাহিনীর "স্পিয়ার আর্ম" বা পশ্চিম নৌবাহিনীতে যুক্ত হবে। এটি শুধু ভারতীয় নৌবাহিনীর বৃদ্ধিশীল সক্ষমতার প্রতীক নয়, বরং ভারত-রাশিয়া অংশীদারিত্বের সম্মিলিত শক্তির প্রতিফলন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্ধ্রপ্রদেশের "যোগান্ধ্র" উদ্যোগকে প্রশংসা করে যোগ আন্দোলনে শক্তি বাড়ানোর জন্য সাধুবাদ জানালেন

নতুন দিল্লি, ২২ জুন: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণের প্রশংসা করেছেন, যারা দৈনন্দিন জীবনে যোগকে অন্তর্ভুক্ত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের এই প্রচেষ্টা ভারতজুড়ে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য চলমান যোগ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করেছে।

শ্রী মোদি গতকাল বিশাখাপত্তনমে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগান্ধ্র উদ্যোগের অধীনে রাজ্যের মানুষের জমজমাট উৎসাহ এবং সক্রিয় সমর্থনের জন্য প্রশংসা করেন।

গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ডসের একটি পোস্টের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদি বলেন: 'যোগ আবারও মানুষকে একত্রিত করে! অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণকে তাদের জীবনযাত্রায় যোগকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।যোগান্ধ্র উদ্যোগ এবং বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান, যেখানে আমি নিজেও অংশ নিয়েছিলাম, তা অনেককে ভাল স্বাস্থ্য ও সুস্থতার দিকে উদ্বুদ্ধ করবে।'

দিল্লিতে স্বস্তির বৃষ্টি কবে? আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া, আগামী ৬ দিনের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: তীব্র গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার পর দিল্লিতে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করছেন দিল্লিবাসী। আজ, রবিবার, নয়াদিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। দিনের বেলায় তাপমাত্রা ৩৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে এবং বাতাসের গতি থাকবে ৯ কিলোমিটার। আজ সূর্যোদয় হয়েছে সকাল ০৫:২৫ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যা ০৭:২৩ মিনিটে। আগামী ছয় দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, নয়াদিল্লিতে রবিবার ৩৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সোমবার ৩৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মঙ্গলবার ৩৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বুধবার ৩৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বৃহস্পতিবার ৩৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শুক্রবার ৩৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে বাতাসে হালকা আর্দ্রতা থাকবে এবং বাতাসের গতি ধীর থাকতে পারে।

আবহাওয়া দফতর আজ ঝাড়খণ্ড, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, কেরালা এবং উপকূলীয় কর্ণাটকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এছাড়া, মধ্যপ্রদেশ, কোঙ্কন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পূর্ব রাজস্থান, দক্ষিণ হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, উপ-হিমালয়ী পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে তীব্র বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ু, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং রায়লসীমায় উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বজায় থাকবে।

গত শনিবার দুপুরের পর জাতীয় রাজধানীর কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ অনুসারে, সফদরজং-এ ২.৬ মিমি, পালামে ০.৪ মিমি, আয়ানগরে ০.৪ মিমি এবং লোদী রোডে ০.২ মিমি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। রবিবার হালকা বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, সোমবার দিল্লি-এনসিআর-এ মেঘলা আকাশ থাকবে, তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই এবং জনিত গরম বজায় থাকবে।

মৎস্যজীবীদের জন্য আবহাওয়া দফতর বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। তাদের গুজরাট উপকূল, পুরো কোঙ্কন উপকূল, সোমালিয়া উপকূল ও সংলগ্ন সমুদ্র এলাকা, ওমান ও সংলগ্ন ইয়েমেন উপকূল এবং সংলগ্ন সমুদ্র এলাকা, মধ্য ও সংলগ্ন উত্তর, দক্ষিণ আরব সাগর এবং উত্তর-পূর্ব আরব সাগরের বিভিন্ন অংশ, উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল, মধ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উত্তর অংশ এবং আন্দামান সাগরের বিভিন্ন অংশে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

বিশ্ব সংগীত দিবসে "মুখ্যমন্ত্রীর তৃণমূল সঙ্গীত প্রযোজনা"" প্রকল্পের তৃতীয় পর্বের উদ্বোধন

শিলং, ২১ জুন: বিশ্ব সংগীত দিবস উপলক্ষে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন মেঘালয় গ্রাসরুট মিউজিক প্রোজেক্ট এর তৃতীয় পর্ব, যা এখন থেকে নতুন নাম ও পরিকাঠামোতে সিএমজিএমপি হিসেবে পরিচিত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বলেন, 'এটি শুধু একটি নাম পরিবর্তন নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা।' তিনি আরও জানিয়েছেন, এই প্রকল্পটি যেটি এক সময় ৩.৫ কোটি টাকার প্রাথমিক বাজেট এবং ২,৫০০ জন স্থানীয় শিল্পীর অংশগ্রহণ নিয়ে শুরু হয়েছিল, তা বর্তমানে ৬৯ কোটি টাকার স্থায়ী কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে, এই প্রকল্পটি ৫,৪০০ জনের বেশি শিল্পী এবং ৩৮,০০০ এরও বেশি পারফরম্যান্সকে সমর্থন করেছে মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে।

নতুন আঙ্গিকে সিএমজিএমপি এখন থেকে একটি সংগঠিত, স্থায়ী এবং ব্যাপক প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হবে, যার আওতায় থাকবে নির্দিষ্ট পারফরম্যান্স ভেন্যু, সংগীত তত্ত্বে প্রশিক্ষণ এবং মিউজিক প্রোডাকশনে আরও গভীর সহায়তা।

মুখ্যমন্ত্রী তার কৈশোরকালের সংগীত যাত্রা স্মরণ করে বলেন, 'যখন আমি একজন তরুণ শিল্পী ছিলাম, তখন আমি সুযোগের অভাবে অনেক সংগ্রাম করেছি। আমি চাই, আমাদের রাজ্যের প্রতিটি নবীন শিল্পী যেন যথাযথ সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও মঞ্চের মাধ্যমে তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারে।'

অনুষ্ঠানের শেষদিকে, তিনি রাজ্যের সমস্ত শিল্পীদের উদ্দেশে একটি বার্তা দেন: "প্রতিটি শিল্পীকে বলছি সৃষ্টিশীলতা বজায় রাখুন, পারফর্ম করুন। মেঘালয় সবসময় আপনাদের পাশে আছে।"

রবিবার আগরতলায় খুদে শিল্পীদের নিয়ে এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব মহারাষ্ট্রে উম্মীদ পোর্টাল রূপায়ণ ও হজ ২০২৫ পরিচালনার পর্যালোচনা করেন

নয়াদিল্লি/মুম্বই, ২২ জুন : সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব ডঃ চন্দ্র শেখর কুমার ২১ জুন, ২০২৫ তারিখে মুম্বই সফরে এসে মহারাষ্ট্রে সম্প্রতি চালু হওয়া উম্মীদ (ইউনিফায়েড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) কেন্দ্রীয় পোর্টালের রূপায়ণ এবং হজ ২০২৫-এর কার্য্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।
৬ জুন, ২০২৫ তারিখে চালু হওয়া উম্মীদ পোর্টালের মাধ্যমে সারা দেশের সমস্ত নথিভুক্ত ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য ছয় মাসের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে আপলোড করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে মন্ত্রক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে কাজ করছে।
মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এই পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্য সচিব, মহারাষ্ট্র ওয়াকফ বোর্ডের সিইও এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এটি বিহারে সদ্য পর্যালোচনার পর ডঃ কুমারের দ্বিতীয় রাজ্য সফর।
বৈঠকে ডঃ কুমার জানান, পোর্টালের আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণে প্রয়োজনীয় বিধি শীঘ্রই জারি করা হবে। তিনি রাজ্য কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজ করতে তাঁদের পরামর্শ আমন্ত্রণ করেন। ওয়াকফ বোর্ডের সিইও কিছু ইজারা সংক্রান্ত বিধান শিথিল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সচিব প্রতিশ্রুতি দেন যে বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে ক্ষমতায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়াও, ডঃ কুমার মহারাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্য্যক্রম-এর অধীন প্রকল্পগুলির অবস্থাও খতিয়ে দেখেন। তিনি রাজ্য কর্মকর্তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত মুলতুবি প্রস্তাব মন্ত্রককে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। হজ ২০২৫ সম্পর্কেও সচিব হজ কমিটি অব ইন্ডিয়া-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সফল ও সুষ্ঠুভাবে হজ সম্পন্ন করায় তাঁদের অভিনন্দন জানান। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই বছর ভারতীয় হাজিদের মধ্যে মৃত্যু ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঘটনাগুলি সর্বনিম্ন হয়েছে। এর জন্য মন্ত্রক, হজ কমিটি, সৌদি কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে উন্নত সমন্বয়কে কৃতিত্ব দেন।
তিনি 'হজ সুবিধা' অ্যাপ-এর কার্যকারিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন, যা হাজিদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ও স্থলপর্যায়ে সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সচিব জানান, এই বছরের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে হজ ২০২৬-এর প্রস্তুতি আরও মজবুত করা হবে।
সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এবং হাজিদের মর্যাদাপূর্ণ হজ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল সক্ষমতা এবং সেবামূলক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্রসর হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গুয়াহাটির হাতিগাঁওয়ে চার আফগান নাগরিক আটক, তদন্ত চলছে

হাতিগাঁও, ২২ জুন: গুয়াহাটির হাতিগাঁও এলাকার লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের কাছে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে চার আফগান নাগরিককে আটক করেছে গুয়াহাটি পুলিশ। এই চারজনকে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম আমান খান, রিজওয়ান খান, ইউসুফ জাহিদ এবং আসিফ রানা বলে জানা গেছে।
পুলিশের জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের কারোরই বৈধ ভিসা বা ভারতে থাকার অনুমতিপত্র ছিল না। অভিযানের সময় তাদের কাছ থেকে কিছু আপত্তিকর নথিপত্র উদ্ধার করা হয়েছে, যা পুলিশ ধারণা করছে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে। এই নথিপত্রের ভিত্তিতে ঘটনার গভীরে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্র বা অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এদিকে, এই ঘটনা শহরে অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের উপস্থিতি ও তাদের সম্ভাব্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগামী ২৫ ও ২৮ জুন রাজ্যের দুটি স্থানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মক পার্লামেন্ট: বিধায়ক সুশান্ত দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন: প্রদেশ যুব মোর্চার উদ্যোগে আগামী ২৫ ও ২৮ জুন রাজ্যের দুটি স্থানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মক পার্লামেন্ট। রবিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব একথা জানিয়েছেন। আগামী ২৫ জুন দেশের জরুরী অবস্থার ৫০ বছর পূর্ণ হবে। দেশের জরুরী অবস্থার ৫০ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা সমগ্র দেশের ১০০ টি জায়গায় মক পার্লামেন্টের আয়োজন করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের দুইটি স্থানে মক পার্লামেন্ট করা হবে। ২৫ জুন আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে এবং ২৮ জুন ধর্মনগরে মক পার্লামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে প্রদেশ যুব মোর্চার উদ্যোগে।
উল্লেখ, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল। এই দিনটিকে সামনে রেখেই এই মক পার্লামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতাপগড় রামঠাকুর আশ্রমে রাম ঠাকুরের নাম বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৈবল্যনাথের সপ্তম মহন্ত মহারাজ কালিপদ ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন: শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ আশ্রমের কৈবল্যনাথের সপ্তম মহন্ত মহারাজ কালিপদ ভট্টাচার্য্য প্রতাপগড় রামঠাকুর আশ্রমে রাম ঠাকুরের নাম বিতরণ করেন।
ভগবত গীতা পাঠ করলে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পড়ার দরকার নেই। প্রতাপগড় রামঠাকুর আশ্রমে রাম ঠাকুরের নাম বিতরণ করতে গিয়ে এরকমই বলেন শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম আশ্রমের কৈবল্যনাথের ৭ম মোহন্ত মহারাজ কালিপদ ভট্টাচার্য্য।
এদিন প্রতাপগড় রামঠাকুর আশ্রমে দিনভর চলে বিভিন্ন পূজার্চনা। এদিন শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ আশ্রমের কৈবল্যনাথের সপ্তম মহন্ত মহারাজ কালিপদ ভট্টাচার্য্য প্রায় তিনশোর উপরে ভক্তদের মধ্যে রাম ঠাকুরের নাম বিলি করেন।

কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১১বছর পূর্তি উপলক্ষে মহিলা মোর্চার সদস্যাদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২জুন: কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১১বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার দিন কৃষ্ণনগরস্থিত বিজেপি কার্যালয়ে মহিলা মোর্চার সদস্যাদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা চলাকালীন সিপিএম দলের তীব্র সমালোচনা করেন মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী মিমি মজুমদার।
কেন্দ্রে মোদিজীর ১১বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা রাজ্যে বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি দল। তারই অংশ হিসেবে রবিবার দিন কৃষ্ণনগরস্থিত বিজেপি কার্যালয়ে মহিলাদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য, মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভাপতি মিমি মজুমদার, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা পাবিয়া ছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস প্রমুখ। এদিন আলোচনা সভায় সাংগঠনিক বিষয় এবং মহিলা স্বশক্তি করনের দিক নিয়ে আলোচনা করেন প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্য। সিপিএম দলের সমালোচনা করে মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী মিমি মজুমদার বলেন সিপিএম নেতৃত্বরা বরাবরই মিথ্যা কথা বলে। এবং জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়।

মিজোরামে এইচআইভি সংকট: সর্বোচ্চ সংক্রমণের মুখে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

আইজল, ২২ জুন: দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ এইচআইভি সংক্রমণের হার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মিজোরামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী লালরিনপুই। রাজ্যে ২.৭৩ শতাংশ সংক্রমণের হারকে 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক' উল্লেখ করে তিনি বুধবার আইজলে মিজোরাম স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি (এমএসএসিএস)-এর গভর্নিং বডির বৈঠকে দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপের ওপর জোর দেন। মন্ত্রী বলেন, 'আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে আরও শক্তিশালী হস্তক্ষেপ জরুরি।'
এমএসএসিএস-এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডাঃ জেন রিনজুসলি রালতে বৈঠকে জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের ১৪টি অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) কেন্দ্রে নতুন করে ২,০৬৯ জন এইচআইভি আক্রান্ত রোগী নথিভুক্ত হয়েছেন। আশার কথা, চিকিৎসাধীন ৯৭.৭ শতাংশ রোগীর ভাইরাল লোড দমন করা সম্ভব হয়েছে, যার অর্থ তারা এখন ভাইরাস ছড়াতে অক্ষম।
তবে, গত পাঁচ বছরে নতুন সংক্রমণের হার কিছুটা কমলেও পরিস্থিতি এখনও সন্তোষজনক নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইনজেকশন ড্রাগের জন্য ব্যবহৃত সুচ ও সিরিঞ্জের ভাগাভাগিই মিজোরামে এইচআইভি সংক্রমণের প্রধান কারণ, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় দশগুণ বেশি। এছাড়া, অরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, সচেতনতার অভাব এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণও সংক্রমণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।
সংক্রমণ মোকাবিলায় এমএসএসিএস গত বছর রাজ্যের ১১টি জেলায় ডি-অ্যাডিকশন সেন্টার স্থাপন করেছে। পাশাপাশি, সচেতনতামূলক প্রচার এবং এইচআইভি পরীক্ষা-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এইডস-এ মৃতদের স্মরণে ক্যান্ডেললাইট ভিজিলও অনুষ্ঠিত হয়।
ডাঃ রালতে আরও জানান, মিজোরাম স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল (এমএসবিটিসি) 'এক্সেলেন্স ইন ব্লাড ডোনেশন ২০২৩-২৪' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে, যা উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে তাদের সেরা পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি।

কামাখ্যা মন্দিরে শুরু হল বার্ষিক অম্বুবাচী মেলা, পাঁচ দিনে ১২ লক্ষাধিক ভক্তের উপস্থিতি প্রত্যাশিত

গুয়াহাটি, ২২ জুন: রবিবার থেকে শুরু হয়েছে কামাখ্যা মন্দিরের বার্ষিক অম্বুবাচী মেলা। আজ দুপুর ২টা ৫৬ মিনিটে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আগামী ২৬ জুন ভোর ৩টা ১৯ মিনিটে পুনরায় তা খুলে যাবে। পাঁচ দিনব্যাপী এই আধ্যাত্মিক উৎসবে এখন পর্যন্ত হাজার হাজার ভক্ত এবং সাধু মন্দির চত্বরে আসতে শুরু করেছেন।
এই বছর অম্বুবাচী মেলায় ১২ লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র মৃগেন সরনিয়া জানান, মেলার সময়কালে তিনটি শিফটে মোট ৫,০০০ কর্মী মন্দিরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকবেন। পাশাপাশি, দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে নিয়মিত ফগিং এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
নিলাচল পাহাড়ের পবিত্র কামাখ্যা মন্দিরে মেলার সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য শহর পুলিশ একটি গুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। এর মধ্যে, দর্শনার্থীদের সকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পাহাড়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। অতিরিক্ত ভিড় ও ভূমিধসের আশঙ্কায় এই নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে।

রাজ্যে সমস্ত

● প্রথম পাতার পর

নিজেকে চেনা যায়, জানা যায়। যোগা চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেধার কোন অভাব নেই। রাজ্য সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। বিশেষ করে গুণগত মানের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাশ শুরু হয়েছে। থিঙ্কারিং ল্যাব, এনসিটি ল্যাব চালু করা হয়েছে। স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে বাই সাইকেল দেওয়া হয়েছে। কলেজগুলিতে ছাত্রীদের জন্য সমস্ত ধরণের ফি মকুব করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ড. অরুণোদয় সাহা, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী, সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য কর্পোরেটর এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

যাত্রী বাস থেকে হেরোইন

● প্রথম পাতার পর

সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে যাত্রীবাহী বাসটির ভেতর থেকে মাদকদ্রব্য ও নেশাসামগ্রী উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে দুই মহিলাকে পুলিশ আটক করে গ্রেপ্তার করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ধৃত মহিলারা এই মাদক পাচারচক্রের সক্রিয় সদস্যা। এই মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতে বাগমা সহ উদয়পুর মহকুমা পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। মাদকদ্রব্যগুলি কোথা থেকে ত্রিপুরায় ঢোকলো তার উৎস ও গন্তব্য সম্পর্কেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত উদয়পুর মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাস। প্রশাসনের এই তৎপরতা প্রতিনিয়ত চালিয়ে যাওয়ার দাবি তুলেছেন,যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরী বলে তথ্যাবিজ্ঞ মহল মনে করেন।

ইরানে পারমানবিক

● প্রথম পাতার পর

রিঅ্যাক্টরসহ একটি বিশাল বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো। মার্কিন হামলায় কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, এই কেন্দ্রে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বেড়েছে এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি। যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলার ফলে গোটা বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, রাশিয়া, সৌদি আরব, কাতার, ওমান, জার্মানি, ফ্রান্স, ভারত সহ বহু দেশ শান্তির আহ্বান জানিয়েছে। তবে এই সংঘাতকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ঘটনার ফলে কূটনৈতিক সমাধানের পথ আরও কঠিন হয়ে উঠবে এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াও বিপন্ন হতে পারে। এখন দেখার, এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিশ্ব সম্প্রদায় কীভাবে সামাল দেয়এবং আগামী দিনগুলিতে মানবজাতির ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে।
এদিকে, ইরানের তিনটি প্রধান পারমাণবিক কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রের 'বাঙ্কার-বাস্টিং' বোমা হামলার জেরে বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ চরমে। শনিবার রাতে ইসরায়েলের সঙ্গে সমন্বয় করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই হামলা চালায়। লক্ষ্যবস্তু ছিল ফোর্ডো, নাতাঞ্জ ও ইসফাহান-এর গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনাগুলি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন, "এই অভিযানে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা চিরতরে ধ্বংস করা হয়েছে," এবং আরও হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "তেহরান যদি শান্তির পথে না আসে, তাহলে পরবর্তী ধাক্কা আরও বড় হবে।" তবে ইরান দাবি করেছে, হামলার আগে পারমাণবিক কেন্দ্রে কর্মরত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, ফলে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি বলেন, "এই হামলা আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ সনদ এবং এনপিটি চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন। এটা এক ভয়ঙ্কর নজির।" তিনি আরও বলেন, "ইরান তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সব রকম প্রতিক্রিয়ার পথ খোলা রেখেছে।" এরই মধ্যে ইরান জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের অনুরোধ জানিয়েছে। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদে তেহরানের দাবি, এই 'অবৈধ ও আগ্রাসী হামলার' উপযুক্ত আন্তর্জাতিক নিন্দা প্রয়োজন। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, এই হামলা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক। এর ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং সাধারণ মানুষের ওপর বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।" এদিকে রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ বিস্ফোরক দাবি করেছেন, এই হামলার পর একাধিক দেশ ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহে রাজি। তিনি বলেন, "হামলা ব্যর্থ হয়েছে। পারমাণবিক জ্বালানি চক্রের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো আঘাত পায়নি, এবং এখন বলতে দ্বিধা নেইইরান পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনের পথে এগোচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, "এই হামলা বরং ইরানের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আরও মজবুত করেছে। যারা আগে বিরোধিতা করতেন, তাঁরাও এখন ধর্মীয় নেতৃত্বের পক্ষে একত্র হচ্ছেন।" হামলার পরপরই ইরান রাশিয়ার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়। ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি মস্কো সফরে রওনা হন এবং ঘোষণা করেন, "রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে।" রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং পারমাণবিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে কূটনৈতিক সমাধানের পক্ষে রয়ে গেছে।
চীন এই হামলাকে 'জাতিসংঘ সনদের সরাসরি লঙ্ঘন' বলে অভিহিত করেছে। তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "এই হামলা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বাড়াবে। চীন সমস্ত পক্ষকে আলোচনার পথে ফেরার আহ্বান জানাচ্ছে।" হামাস এক বিবৃতিতে বলেছে, "আমরা ইরানের প্রতি সংহতি জানাচ্ছি। এই হামলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী মনোভাবের প্রতিফলন।" সৌদি আরব, কাতার, ওমান ও ইরাকের মতো দেশগুলোও পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং কূটনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে। ওমান, যেটি এতদিন মার্কিন-ইরান পারমাণবিক আলোচনার মধ্যস্থতাকারী ছিল, সরাসরি এই হামলার তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, "এই ধরনের আগ্রাসী পদক্ষেপ মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।"
ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালিসবাই ইরানকে আলোচনার টেবিলে ফেরার আহ্বান জানালেও, মার্কিন হামলার বিষয়ে সরাসরি সমর্থন বা নিন্দা না করে কূটনৈতিক সমাধানের ওপর জোর দিয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেন, "ইরানের পরমাণু কর্মসূচি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তবে যুদ্ধ নয়, সমাধান দরকার আলোচনার মাধ্যমেই।"
ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জান-নোয়েল বারো মন্তব্য করেন, "টেকসই সমাধান কেবলমাত্র এনপিটি কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব।" জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মার্জ আবার তেহরানকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় ফিরতে বলেন। ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি বলেন, "এখন সময় যুদ্ধ নয়, বরং এক বিকল্প রাজনৈতিক পথ খোঁজার।" হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভের ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফ্রিজ কড়া ভাষায় ট্রাম্প প্রশাসনের একতরফা পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেন, "এই সামরিক পদক্ষেপ কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই নেওয়া হয়েছে এবং এটি দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।" মার্কিন মুসলিম অধিকার সংগঠন সিএআইএআর এই হামলাকে অবৈধ বলে দাবি করেছে, অন্যদিকে ইসরায়েলপন্থী লবি গোষ্ঠী এআইপিএসি ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে। তারা বলেছে, "যুক্তরাষ্ট্র এখন ইরানকে প্রতিহত করতে তার মিত্রদের সঙ্গে সমন্বয় করে এগিয়ে যেতে হবে।" জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মেক্সিকো, চিলি, ভেনেজুয়েলা ও কিউবাসব দেশই যুদ্ধ এড়িয়ে কূটনৈতিক সমাধানের পথকে অগ্রাধিকার দিতে আহ্বান জানিয়েছে। কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগেল দিয়াজ-কানেল বলেন, "এই হামলা মানবতার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।" এই ঘটনার ফলে ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেল। এখন প্রশ্ন উঠেছেএই সংঘাত বিশ্ব রাজনীতিকে কতটা বদলে দেবে? নতুন যুদ্ধের দ্বার কি খুলে গেল? জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আসন্ন বৈঠকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজবে বিশ্ব। তবে স্পষ্ট, উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য এখন এক নতুন অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে।

ঋনদাতাদের ব্যবহারে মর্মাহত

● প্রথম পাতার পর

ওর পরিবারের লোকজনের সামনে ওকে অপমানিত করে বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজনেরা অভিযোগ করে ইসফ কোম্পানির এক মহিলা কর্মী অর্জুন রায়ের উপর হাত উঠায় ও মরে যাবার পরামর্শ দেন।
অবশেষে পরিবারের লোকজনের সামনে এই ধরনের অপমানিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় অর্জুন রায়। অর্জুন রায়ের মৃত্যুর সঠিক তদন্তে ও এইধরনের মাইক্রোফাইনেন্সের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করার আবেদন জানান পরিবারের লোকজনেরা।

মণিপুরে বিপুল অস্ত্র

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ স্টেশনের অধীনে নংমাইকং মাখা লেইকাই পাহাড়ি এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী একটি এসএমজি কার্বাইন, দুটি একে-৪৭ রাইফেল, দুটি সিঙ্গল-ব্যারেল গান, একটি ৯ মিমি পিস্তল, তিনটি আইইডি, একটি স্কোপ লেন্স, একটি টিউব লঞ্চার, ৩৬টি এইচই হ্যান্ড গ্রেনেড(ডিটোনেটর ছাড়া), ছয়টি রাবার বুলেট, আটটি ওয়্যার ডিটোনেটর, ১০টি পিইকে বিস্ফোরক প্যাকেট এবং বিভিন্ন ধরনের জীবন্ত ও খালি গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। অন্যান্য উদ্ধারকৃত সামগ্রী ছিল ক্যামোফ্লাজ বডি গিয়ার, একটি স্কুল ব্যাগ এবং অস্ত্র বহন করার জন্য ব্যবহৃত একটি গানি স্যাক। থৌবল জেলার ইয়াইরিপোক পুলিশ স্টেশনের আওতাধীন গওরোক মহাদেব পাদদেশে সুরক্ষা বাহিনী একটি এসএলআর রাইফেল, এসএমজি কার্বাইন, একটি ৯ মিমি পিস্তল, তিনটি ৩৬ এইচই হ্যান্ড গ্রেনেড, .৩০৩, ৫.৫৬ মিমি, ৫.৫৬অ৩০ মিমি, ৯ মিমি, এবং ৭.৬২ মিমি গোলাবারুদসহ ডিটোনেটর, আর্মিং রিং, টিউব লঞ্চার, হেলমেট, অ্যান্টি-রায়ট রাবার বুলেট এবং ওয়্যারলেস যোগাযোগ ডিভাইস উদ্ধার করেছে।
এই অভিযানের মাধ্যমে মণিপুরে সশস্ত্র গ্রুপগুলির ধারাবাহিক হুমকি এবং সুরক্ষা বাহিনীর প্রতি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তল্লাশি অভিযান এখনও চলমান, এবং কর্মকর্তারা আরও সহিংসতা প্রতিরোধে এবং সংঘাতপ্রবণ এলাকাগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সতর্ক রয়েছেন।

মন কি বাত'র পাল্টা

● প্রথম পাতার পর

বছরের নানা ব্যর্থতা তুলে ধরা। লিফলেটের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং কৈলাশহরের মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রেল ও বিমান পরিষেবা চালুর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান, নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য ও চন্দ্রশেখর সিনহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব অংশ নিচ্ছেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান বলেন, প্রধানমন্ত্রী কৈলাশহরে রেল ও বিমান পরিষেবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু আজও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। মানুষ আমাদের কথায় সাড়া দিচ্ছে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলো আমাদের কাছে তুলে ধরছে।
কংগ্রেসের এই সরাসরি জনসংযোগ কর্মসূচি ঊনকোটি জেলার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষ এই প্রচারে কতটা সাড়া দেন এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব কী হয়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

কৈলাসহর কলেজে ভর্তি

● প্রথম পাতার পর

অধ্যক্ষ ডঃ পিনাকি পালের সঙ্গে দেখা করে টাকা ফেরতের দাবি জানায়। যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি নোটিশ জারি করে জানায় যে, কলেজের পক্ষ থেকে কোনো টাকা নেওয়া হয়নি।
কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, নোটিশ জারির পরেও ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় অব্যাহত রয়েছে এবং অনেকেই ভয়ে মুখ খুলছেন না।
বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি চলাকালীন পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবিভিপি-র অভিযোগ, এসএফআই-এর একদল সদস্য হঠাৎ করেই কলেজ কাউন্সিলের রুমে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। উত্তপ্ত পরিস্থিতির খবর পেয়ে কৈলাশহর থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এবিভিপি-র বিভাগ সংযোজক অনুপ কান্তি মজুমদার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, "শান্তিপূর্ণ ভর্তি প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করতেই এসএফআই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে হট্টগোল ও ভাঙচুর করেছে। এবিভিপি কোনো ছাত্রীর কাছ থেকে টাকা নেয়নি। এসএফআই সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে।" তিনি আরও জানান, এবিভিপি সোমবার কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তের দাবি জানাবে, অন্যথায় আন্দোলনে নামবে সংগঠন।
অন্যদিকে, এসএফআই-এর বিভাগীয় সভাপতি সাহাব উদ্দিন পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন, "এবিভিপি-র নাম ব্যবহার করে কিছু ছাত্রছাত্রী সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তুলেছে।
বিষয়টি সামনে আসতেই তারাই ষড়যন্ত্র করে কলেজ কাউন্সিল ভাঙচুরের নাটক করেছে।" তাঁর দাবি, গত সাত বছর ধরে কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি, তাই কাউন্সিল কক্ষ তালাবদ্ধ থাকাই উচিত। তিনি আরও জানান, কলেজের অধ্যক্ষকে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে জানানো হয়েছে এবং অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে টাকা ফেরতের দাবি জানানো হয়েছে।
এই ঘটনার পর থেকে অধ্যক্ষ ডঃ পিনাকি পাল অনুপস্থিত বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ করা হচ্ছে যে তিনি নিয়মিত কাউকে দায়িত্ব না দিয়েই কলেজ থেকে বেরিয়ে যান, যার ফলে কলেজ কার্য্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। এই প্রশাসনিক স্থবিরতা এবং ছাত্র রাজনীতির দ্বন্দ্ব কলেজের শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
কলেজের দপ্তর জানিয়েছে, এ নিয়ে দ্রুত কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে। বহু অভিভাবক এবং সচেতন মহল বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সকলেরই প্রশ্ন, কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ কবে ফিরে আসবে?

বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

রাখে এবং পরবর্তী সময়ে ডিসিএম-র উপস্থিতিতে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৫০ বোতল ফেন্সিডেল এবং ৯০ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করে। সেই সাথে টিআর০৮-ডি-০৪৮৭ নম্বরের একটি গাড়ি আটক করে এবং ওই বাড়ি থেকে একই এলাকার বাসিন্দা তাপস সরকার (২৭) নামে এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।
পরবর্তী সময়ে পিআর বাড়ি থানা এই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। ওসি রতন রবিদাস জানান তাপস সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই নেশা সামগ্রী গুলো কোথায় পাচার করছে এবং এর সাথে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।হঠাৎ বিশাল পুলিশ বাহিনী বাড়ি ঘেরাও করে রেখে নেশা সামগ্রী উদ্ধারে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ নেশা পাচারকারী তাপস সরকারকে আটক করতে পারলেও নেশা মজুদ কারী বাড়ির মালিক রাকেশ ভৌমিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

সাব্রুমে মেগা রক্তদান শিবির

● আটের পাতার পর

চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, বিধায়ক মাইলাফু মগ, বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মুহাম্মদ সাজ্জাদ পি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মৌর্য্য কৃষ্ণ সি, বিএসএফের কমান্ডেন্ট মহেন্দ্র সিং, এস এস জি অসীম সাহা, টিএসবিটিসির সদস্য সচিব বিশ্বজিৎ দেববর্মা, সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যনন্দ সরকার প্রমুখ।
এই রক্তদান শিবিরে মোট ২৫ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে রক্তদান করে যারা মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজে এগিয়ে এসেছেন তাদের থেকে ১৬ জনকে টিএসবিটিসি-এর পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়।

ক্রীড়াঙ্গন

ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং অ্যাসো-র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এন এস আর সি সি-র কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেছেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক। উল্লেখ্য, এবারকার বৈঠকে সর্বভারতীয় স্তরের বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি নরেন্দ্র কুমার নিরওয়ানা উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে তিনি পুরো বৈঠক পর্যবেক্ষণ করেন এবং সবশেষে বৈধতার সিলমোহর দেন। রাজ্যে বক্সিংয়ের মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকাঠামো মূলক আলোচনায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

এছাড়া, বার্ষিক সাধারণ সভায় ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানকে ভারতের বক্সিং ফেডারেশনের সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি ত্রিপুরায় বক্সিং উন্নয়নের বিষয় নিয়েও আজ আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলো অনুমোদিত হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সহ-সভাপতি তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, অলিম্পিক এসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি হুলু পাল, স্পোর্টস সেলের রাজ্য প্রভারী কমল দে, বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক তথা রাজ্য সংস্থার সিনিয়র সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ ও কল্লোল চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা ওনার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ সুব্রত ভৌমিক বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ পেশ করলে আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলো অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক সাধারণ সভায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ২০২৫-২০২৯ তথা আগামী চার বছরের জন্য ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

কমিটিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যথাক্রমে অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক, সমীর সাহা এবং সুব্রত ভৌমিক প্রমুখ নির্বাচিত হয়েছেন। পাশাপাশি আটটি জেলার পৃথক পৃথক আটটি জেলা কমিটিকেও আজ রাজ্য কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভায় মান্যতা দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত প্রতিটি জেলা বক্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা এজিএম-এ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

রাজ্য অনূর্ধ-১৩ দাবায় চ্যাম্পিয়ন আরাধ্যা, শাক্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য সেরা হলো শাক্য সিনহা মোদক এবং পূর্বোত্তরের মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ১৩ দাবা প্রতিযোগিতা শেষ হয় রবিবার। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে অনুষ্ঠিত হয় আসর। বালক বিভাগে আসরে অংশ নিয়েছিলো ৩৭ জন দাবাড়ু। তাতে ৬ রাউন্ডে সাড়ে পাঁচ পয়েন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শাক্য সিনহা মোদক। ৫ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে আদ্রুষ কর্মকার এবং আন্তরীপ আচারিয়া। সাড়ে চার পয়েন্টে চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে মেহেকদ্বীপ গোপ এবং পিতম্বর দেবনাথ। বালিকা বিভাগের আসরে অংশ নিয়েছিল ১৬ জন দাবাড়ু। চার রাউন্ডের হয় প্রতিযোগিতা। চার রাউন্ডে পুরো ৪ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আরাধ্যা দাস। ৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে অঙ্কিতা সরকার এবং আদ্দা দেও। আড়াই পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ স্থান দখল করে আরাধ্য চৌধুরী এবং এস দিলশাদ। খেলা পরিচালনা করেন মিঠুন পাল। আসরে বালক বিভাগে শাক্য সিনহা মোদক এবং আদ্রুষ কর্মকার এবং বালিকা

স্পোর্টস স্কুলকে হারিয়ে বি ডিভিশন সোনার তরী লীগে ১ম জয় পুলিশের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। ঘরোয়া বি ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে। আজ, রবিবার নিজেদের চতুর্থ ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ ছিনিয়ে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। ইতোমধ্যে খেলে নেওয়া তিনটি ম্যাচের মধ্যে দুটিতেই পুলিশি রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রতিপক্ষের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয়েছে। প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের সঙ্গে দুই-দুই গোলে এবং তৃতীয় ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের সঙ্গে গোলশূন্য ড্রতে ম্যাচ শেষ হয়েছিল। মাঝে বীরেন্দ্র ক্লাবের কাছে তিন-চার গোলে পরাজিত হতে হয়েছিল। আজ, রবিবার সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল কে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছে। গোলের শুরু খেলার ২ মিনিটের মাথায়। বাদল দেববর্মার পা থেকে। প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল তিন গোলে লিড নেয়। খেলার ২৩ ও ৩৯ মিনিটের মাথায় যথাক্রমে বিক্রম কিশোর জমাতিয়া এবং অজয় জমাতিয়া আরও দুটি গোল করলে প্রথমার্ধে গোল ব্যবধান বেড়ে ৩-০ হয়। পক্ষান্তরে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা ত্রিপুরা পুলিশ টিমের দক্ষ খেলোয়ারদের কাছে প্রথমার্ধে তেমন কোন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের স্ট্রাইকাররা একাধিক চেষ্টা করলেও অধিক গুরুত্ব দেয় ডিফেন্সের দিকে। তবে শেষ পর্য্যায়ে খেলার ৮০ মিনিটের মাথায় এল ডারলং স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে একটি গোল করলে ব্যবধান কমে ১-৩ হয়। এদিকে খেলার শেষ পর্য্যায়ে ১২ মিনিটের মধ্যে রেফারি বিশ্বজিৎ দাস দুদলের তিনজনকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা : বিকেল চারটায় নবোদয় সংঘ বনাম ঐকতান যুব সংস্থা।

অলিম্পিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ সকালে র‍্যালীর আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২৩ জুন অলিম্পিক দিবস। সারা দেশের সঙ্গে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ত্রিপুরায়ও অলিম্পিক দিবস ২০২৫ উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামীকাল (সোমবার) সকাল সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে এক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। 'মোভ, লার্ণ, ডিসকভার টুগেদার ফর এ বেটার ওয়ার্ল' এই থিম কে সামনে রেখে আগামীকাল সকালের ঐতিহাসিক অলিম্পিক ডে র‍্যালীতে উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া, সম্মানিত ও বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি বোর্ডের চেয়ারম্যান রতন সাহা প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। সকল স্তরের ক্রীড়া প্রেমীদের এই র‍্যালীতে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি পদ্মশ্রী ড. দীপা কর্মকার সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ৩৩-তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা বারোটায় আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করেছেন ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য সূচী অনুযায়ী ক্লাবের সম্পাদক অনির্বাণ দেব ও কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। ক্লাবের ঐতিহ্য অনুযায়ী সদস্যদের প্রদত্ত প্রস্তাব অনুসারে আগামী দিনে কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার প্রয়াস থাকবে বলে জানানো হয়েছে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রণব সরকার এবং সিনিয়র সদস্য দুলাল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে প্রাক্তন সভাপতি তপন চক্রবর্তী, কাজল ভৌমিক, অরিন্দম চক্রবর্তী, সুব্রত দেবনাথ সহ প্রায় ৮০ শতাংশ সদস্যরাই আজ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেকের সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করে ঐতিহ্যবাহী তথা ৩৩ বছরের পুরোনো এবং সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ২৪ বছরের অনুমোদনপ্রাপ্ত টিএসজেসি-কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ হন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের সমর্থনে বক্তৃতা রেখে সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, কার্যকরী সদস্য বিপ্লব চন্দ প্রমুখ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। সর্বোপরি ক্লাবের সকল সদস্যদের এ বিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আসন্ন ২রা জুলাই, বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপনে বিশেষ কর্মসূচি রূপায়নের মধ্য দিয়ে ক্লাবের কার্যকরী কমিটি কার্যক্রম শুরু করবে বলে সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ব্যক্ত করেছেন। ক্লাবের সম্পাদক অনির্বাণ দেব এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

এগিয়ে থেকেও ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গোর কাছে হার চেলসির, ক্লাব বিশ্বকাপে জয় বায়ার্ন, বেনফিকার

ক্লাব বিশ্বকাপে হারের স্বাদ পেল চেলসি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকেও ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গোর কাছে হারল ১-৩ ব্যবধানে। ২০ মিনিটের সাম্বা ফুটবলে তছনছ হয়ে গেল ইংলিশ ডিফেন্স। চেলসি হারলেও জয় পেল বায়ার্ন মিউনিখ, বেনফিকা।ক্লাব বিশ্বকাপে চমক দেখাচ্ছে ব্রাজিলের ক্লাবগুলি। বোটাফোগোর কাছে বৃহস্পতিবার হেরে গিয়েছিল প্যারিস সঁ জরমঁ। শুক্রবার ফ্ল্যামেঙ্গোর বিরুদ্ধে ১৩ মিনিটে এগিয়ে গিয়েও জিততে পারল না চেলসি। ৩৩ বছর পর ইউরোপের কোনও ক্লাবের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও জয় ছিনিয়ে নিল দক্ষিণ আমেরিকার কোনও ক্লাব। শেষ বার ১৯৯২ সালে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল সাও পাওলো। সেই কীর্তি ছোঁয়ার পাশাপাশি প্রতিযোগিতার শেষ ১৬য় জায়গা করে নিয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো।ফ্ল্যামেঙ্গোর ডিফেন্সের ভুল কাজে লাগিয়ে ১৩ মিনিটে চেলসিকে এগিয়ে দেন পেদ্রো নেতো। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের লড়াইয়ে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধে মাঠ ছাড়ে চেলসি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ফ্ল্যামেঙ্গোর একের পর এক আক্রমণের মুখে ভুল করতে শুরু করে ইপিএলের ক্লাবটি। ৬২ মিনিটে ফ্ল্যামেঙ্গোকে সমতা ফেরান ব্রুনো হেনরিক। ৩ মিনিট পর ফ্ল্যামেঙ্গোকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ডানিলো। চেলসির আরও সমস্যায় পড়ে যায় ৬৮ মিনিটে নিকোলাস জেকসন লাল কার্ড দেখায়। এর পর আর ১০ জনের চেলসি ফ্ল্যামেঙ্গোকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। বরং ৮৩ মিনিটে দলের পক্ষে তৃতীয় গোল করে ফ্ল্যামেঙ্গোর জয় নিশ্চিত করেন ওয়ালাস ইয়ান।ক্লাব বিশ্বকাপের অন্য ম্যাচে আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়র্সকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে বায়ার্ন। অকল্যান্ড সিটিকে ৬-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে বেনফিকা। নিউ জিল্যান্ডের ক্লাবটির বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। পর্তুগালের ক্লাবটির হয়ে দু'টি গোল লেন্দ্রো বারেইরো।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ইরানে মার্কিন বোমাবর্ষণের নিন্দা জানাল পাঁচ বাম দল

নয়াদিল্লি, ২২ জুন : ইরানে মার্কিন বোমাবর্ষণের নিন্দা জানাল পাঁচ বাম দল। যৌথ বিবৃতিতে এই নিন্দা জানিয়েছে তারা।

কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী), কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লিবারেশন), রেভল্যুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লকএই পাঁচটি বাম দল এক যৌথ বিবৃতিতে আমেরিকার ইরানে বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই হামলা ইরানের সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের মারাত্মক লঙ্ঘন এবং এর ফলে বিশ্বজুড়ে উত্তেজনা আরও বাড়বে, পশ্চিম এশিয়া অস্থির হবে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও গুরুতর পরিণতি হবে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আমেরিকা ও ইজরায়েল দাবি করছে, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দ্বারপ্রান্তে ছিল। অথচ আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (জ্জঙ্কঙ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি ১৯ জুন স্পষ্ট করেছেন, "আমরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে কোনো সংগঠিত প্রচেষ্টার প্রমাণ পাইনি।" এমনকি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও স্বীকার করেছে, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছেএমন কোনো চূড়ান্ত তথ্য তাদের কাছে নেই। উপরন্তু, ইরান এখনো পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (ঞ্জঞ্ক) স্বাক্ষরকারী দেশ। এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ১২ জুন ইজরায়েল ইরানে হামলা চালায়, যাতে ইরান-আমেরিকা সম্ভাব্য আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়। এরপর, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আলোচনার জন্য দু'সপ্তাহ সময় দিলেও, আমেরিকা ইজরায়েলের সঙ্গে মিলে এই আগ্রাসনে শামিল হয়েছে। এতে স্পষ্ট, আমেরিকা-ইজরায়েল জোট তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্য বা কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না, বরং ইরান ও গোটা পশ্চিম এশিয়ার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চাইছে। আসল উদ্দেশ্য ইরানকে ধ্বংস করা, পশ্চিম এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং বৈশ্বিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। এই হামলা মূলত সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স ও আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থ রক্ষার জন্য।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, আমেরিকা বি-২ স্টিলথ বম্বার ব্যবহার করে ইরানে বাংকার-বাস্টার বোমা ফেলেছেযা ইরাকে অনির্ভরযোগ্য অভিযোগের ভিত্তিতে আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা একমাত্র দেশ হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করেছেএখন তারা পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি নিয়ে কথা বলছে, এটি অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক।

এই হামলার ফলে বিশ্বশান্তি ও সাধারণ মানুষের জীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়বেবিশেষত ভারতসহ সেইসব দেশ, যারা পশ্চিম এশিয়ার ওপর তেল আমদানি ও অভিবাসী শ্রমের জন্য নির্ভরশীল। যুদ্ধের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ।

বিবৃতিতে ভারত সরকারকে অবিলম্বে মার্কিন-ইজরায়েলপন্থী পররাষ্ট্রনীতি ত্যাগ করে যুদ্ধ বন্ধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে দেশজুড়ে এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করার ডাক দেওয়া হয়েছে এবং দেশের সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষকে এই হামলার নিন্দায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভুয়া সাংবাদিক সেজে নেশার রমরমা ব্যবসা দুই যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জুন: নিজেদের সংবাদিক পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন নেশার রমরমা ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে শান্তিরবাজার গার্ধাং এলাকার রাজেশ মজুমদার ও শান্তিরবাজার কেসি পাড়ার বাসিন্দা মিন্টু ধর, এমনটাই অভিযোগ।

রাজেশ মজুমদারের নেশার রমরমা ব্যাবসায় অতিষ্ঠ হয়ে এলাকার লোকজনেরা রাজেশ মজুমদারকে আটক করে। জনসম্মুখে আটক হয়ে সে জানায় ওর কাছে যে সকল নেশাসামগ্রী পেয়েছে সেগুলো সে নিজে খাবার জন্য এনেছে। তবে সূত্রের খবর, শান্তির বাজারে বড়মাপের ব্রাউন সুগার ব্যবসা চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে রাজেশ মজুমদার। ওর সঙ্গী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে মিন্টু ধর। দুইজনই একই চ্যানেলের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে প্রসাশন ও লোকজনের চোখে ধুলো দিয়ে এই ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের জন্য শান্তিরবাজারের অন্যান্য সাংবাদিকরাও বদনাম হচ্ছে। এই দুই যুবক শান্তিরবাজার প্রেসক্লাবের সদস্য নয়। এই দুই যুবক প্রতিনিয়ত যে চ্যানেলের হয়ে লোকজনের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে সেই চ্যানেলের কর্নধারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শান্তিরবাজার প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট। কথাবলে জানাযায় এই দুই যুবক কোনোপ্রকার এই চ্যানেলের সাথে জড়িত নয়। এই দুই ভুয়া নামধারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ যেন সঠিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করে তারই জন্য শান্তিরবাজার থানার ওসির সঙ্গে মৌখিকভাবে কথাবার্তা বলেন প্রেসক্লাবের সদস্যরা। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এই নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধে কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

কুকুরকে বেঁধে রাখা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন: কুকুরকে বেঁধে রাখার কথা থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ। তাতে প্রাণঘাতি হামলার শিকার এক পরিবার। পুলিশের দ্বারস্থ হলেও ন্যায্য বিচার না পেয়ে এবার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন গোটা পরিবারটি।

বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের শাসকদলীয় নেতা ও শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ নেপাল সরকার এবং তার ৯৫ বছরের মা কুসুমবালা সরকার এখনও বিচার পাননি। অভিযোগ, গত সাত দিন আগে কুকুরকে বেঁধে রাখার মত এক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগীয় কায়দায় তাঁদের বাড়িতে ঢুকে বেধড়ক মারধর করে পুলিশের এসপিও শিমুল সরকার, তার বাবা সুধীর সরকার, বিধূভূষণ সরকার ও সন্ধ্যা রানী সরকার।

অভিযোগ সুধীর সরকারের বাড়ির কুকুর এলাকার বেশ কয়েকজনকে এর আগেও কামড়েছে। ঐদিন নেপাল সরকারের স্ত্রী এবং ছেলের উপর হামলে পড়ার চেষ্টা করলে কুকুরটিকে বেঁধে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন নেপাল সরকার। তাতেই ক্ষেপে যান সুধীর সরকার ও তার পরিবার। তারপরই নেপাল সরকার এবং তার বৃদ্ধ মায়ের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায়।

ঘটনার পরপরই রামনগর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জমা দেন নেপাল সরকার, তবে অভিযোগ, তদন্তকারী পুলিশ এখনও পর্য্যন্ত কোনও কার্য্যকর পদক্ষেপ নেননি। পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস সব জানলেও প্রশাসনিক স্তরে নীরবতা বজায় রয়েছে।

হামলার ঘটনাটি কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। বাধ্য হয়ে নেপাল সরকার ও তাঁর পরিবার নিরাপত্তার দাবিতে এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন।

'নেশা ও বাল্য বিবাহ সমাজের ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়ঙ্কর হুমকি' শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ জুন: নেশা ও বাল্য বিবাহ সমাজের ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়ঙ্কর হুমকিএই বার্তা ছড়িয়ে দিতে কলমচৌড়া থানার উদ্যোগে রবিবার বিকেল ৪টায় মানিক্যনগর কমিউনিটি হলে এক সচেতনতামূলক 'প্রয়াস মিটিং'-এর আয়োজন করা হয়।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া মহকুমা পুলিশের আধিকারিক শশী মোহন দেববর্মা।বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কলমচৌড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নারু গোপাল রায়, বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন,মানিক্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দিতা সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনিল চন্দ্র দাস ও সুবাস চন্দ্র সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।সভায় ওসি নারু গোপাল রায় বলেন, "নেশা সেবন ও মাদক কারবার সমাজের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে গাঁজা চাষ এখন অনেক জায়গায় ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে, যা কঠোরভাবে নির্মূল করা হবে।" তিনি জানান, সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে মাদক বিরোধী অভিযান চলছে, এবং গাঁজা চাষকারীদের বিরুদ্ধে শিগগিরই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।তিনি আরও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "ত্রিপুরার মধ্যে সিপাহীজলা জেলা বর্তমানে বাল্য বিবাহের হার অনুযায়ী প্রথম স্থানে রয়েছে। এই প্রবণতা সমাজের অগ্রগতির পথে বড় বাধা। সবাইকে মিলে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।"

বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, "নেশা একটি সামাজিক ব্যাধি। ইয়াবা, হেরোইন প্রভৃতি মাদকের কবলে পড়ে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে। এ কারণে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে।" তিনি সকলকে সচেতন হয়ে সমাজ থেকে নেশার অভিশাপ দূর করতে আহ্বান জানান।

সচেতনতা সভায় বক্তারা একমত হয়ে বলেন, সমাজের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে হলে সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবার থেকে শুরু করে বিদ্যালয় এবং প্রশাসনসবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব বাল্য বিবাহ ও মাদক রোধ করা।

এদিনের প্রয়াস মিটিং-এর মাধ্যমে কলমচৌড়া থানা প্রশাসন যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে, তা আগামী দিনে সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

দীর্ঘদিন ধরে ভগ্ন দশায় কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডের রাস্তা, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন: বাম থেকে রাম আমলে একই অবস্থায় রয়ে গেলো কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডের রাস্তা। এমনটাই অভিযোগ করলেন কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার রূপা বেগম।

কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা। দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এলাকার কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের। রবিবার সকাল থেকে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামত করার উদ্যোগ নেন এলাকাবাসী। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধান উপ প্রধানকে জানানোর পরও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কৃষিজাত পণ্য সরবরাহে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন এলাকার কৃষকরা। দীর্ঘ বছর যাবত এলাকার এই বেহাল রাস্তাটি মেরামত করতে জনপ্রতিনিধিরা কোন রকম সাহায্য করেনি বলেও অভিযোগ। ঠিক করে দেওয়া হবে ,দিচ্ছি এমনটি আশ্বাস পাচ্ছেন এলাকাবাসী। তার থেকে আর বিশেষ কিছু আশা করতে পারেননি।

এলাকার বিধায়ক মানব দেববর্মা ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে ভোট চাইতে এলাকায় একবারই শুধু গিয়েছিলেন। ভোট শেষ হয়ে গেলো আর দেখা নেই এলাকার জনগণের খোঁজ খবর নিতে। রাজ্যের ত্রিপল ইঞ্জিনের সরকার মাইক যুগে রাজ্যের রাস্তাঘাট উন্নয়নের যে প্রচার করছেন বাস্তবে তা অন্যরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডে। বললেন খোদ মেম্বার রুপা বেগম।

সাব্রুমে মেগা রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে গতকাল সাব্রুমের মৈত্রী সেতু সংলগ্ন ইন্টিগ্রেটেড চেকপোষ্টে মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা অফিস এবং অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ ত্রিপুরা কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপনের পরে এই বিশেষ রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস। শিবিরে অন্যান্য সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে রবি ঠাকুরের পৈতৃক বাড়িতে হামলা

প্রতিবাদ ও ধিক্কার সভা অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন: বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈত্রিক বাড়িতে হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট - এর উদ্যোগে এক ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইদিন রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনের সামনে এই ধিক্কার সভা করা হয়।

উল্লেখ্য, ৮ জুন হামলা চালানো হয় বাংলাদেশে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাড়িতে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে সমগ্র বিশ্ব।

বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী কালিন সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। এদিন অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিষ্ট এর উদ্যোগে ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ধিক্কার সভায় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রবীণ সরকার, বিশিষ্ট সাংবাদিক সুবল দে, বিশিষ্ট সাংবাদিক শানিত দেবরায়, আগরতলা প্রেস ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য রণজিৎ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এইদিনের ধিক্কার সভায় কবি, সাহিত্যিক শিল্পীরাও সামিল হয়।

ধিক্কার সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ভাঙ্গা মানে প্রতিটি বাঙ্গালীর হৃদয়কে ভাঙ্গা।

প্রতিটি বাঙ্গালীর হৃদয় বর্তমানে ক্ষোভে বিক্ষোভে ক্ষত বিক্ষত। মানুষ কার প্রতি প্রতিবাদ জানাবে। যিনি বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসে রয়েছেন তিনি স্বৈরাচার। যে সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। নজরুলকে স্বীকার করে না। কবি সুকান্তকে স্বীকার করে না।

শেখ মুজিবুরকে স্বীকার করে না। সেই সরকার কবি গুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরকে স্বীকার করবে, এইটা বিস্ময়কর বিষয়।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ আমলা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন: সীমান্তবর্তী যে কোনো রাজ্য বা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বা যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি কারণে অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। গোয়েন্দাগিরি বা দেশের ক্ষতি করার জন্যে যারা এক দেশ থেকে অন্যদেশে আসে তাদের ব্যাপারে কঠোর হলেও প্রাণরক্ষার তাগিদে যারা আসে তাদেরকে সবাই মানবিক দৃষ্টিকোনেই বিচার করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সংখ্যালঘু নিরাতনের কারনে প্রাণরক্ষার তাগিদে সাময়িককালের জন্যে আসা বাঙালীদের উপর এরাজ্যে বা এ দেশে যেভাবে নিরাতন, শুরু হয়েছে বা হুমকি দেওয়া হচ্ছে তা পুরোপুরি মানবতা বিরোধী। আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। গত ১০ মাস ধরে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে হিন্দুবাঙালীসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অকথ্য নির্যাতন, আক্রমনের ঘটনা ইত্যাদির পর গত ৮ই জুন রবীন্দ্র বিদ্বেষী মৌলবাদীরা বাংলাদেশেস্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারি বাড়িশটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। তার আগে মৌলবাদীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটিও মুছে দিতে চেয়েছিল। আমরা জানি, কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি জগতের যারা মানুষ-তাদের জাতি দিয়ে কোন পরিচয় হয়না। তাঁরা নিজ দেশে যেমন আদরণীয়, পূজনীয়-বর্হিদেশেও সমানভাবেই পূজিত হন। কিন্তু মৌলবাদী সংকীর্ণমনা স্বার্থান্বেষীদের কাছে উদারমনা মানুষ বরাবরই অসহ্য। সেই জন্যেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিশ্বকবির বাড়ীতে তারা আঘাত আনতে পেরেছে। উল্লেখিত ঘটনার চেয়েও আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা মৌলবাদীরা বাংলাদেশের মৈমনসিং জেলায় সংঘটিত করল। মৌলবাদীরা সম্প্রতি মৈমনসিং জেলায় কাজীনজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের এক বিখ্যাত কবি, বাংলাদেশের জাতীয় কবি তথা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাস্কর্য্য ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়।

বস্তুতঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন শুধু বাঙালী জাতিরই নয়, ভারতের গর্ব তথা গৌরব তেমনি অসাম্প্রদায়িক কবি কাজীনজরুল ইসলামও বাঙালী জাতির গৌরব। শুধু তাই নয়। এই দুই মহামানব বাঙালী জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতির অন্যতম ধারক-বাহক। তাঁদের উপর আঘাত, অপমান মানে গোটা বাঙালী জাতির অপমান। এ অপমান জাতি কোনভাবেই সহ্য করবে না।প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ্য যে, ভারতের মাটি তথা কৃষ্টি সংস্কৃতির পীঠস্থান কোলকাতার বুকে সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত "কেশরী চাপ্টার-২" সিনেমায় বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও বারীন ঘোষসহ বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম বিকৃত করে "ক্ষুদিরাম সিং" ও "বারীন্দ্র কুমার" দেখানো হয়েছে। এ যে বাঙালী বিদ্বেষীদের তরফে বাঙালীদের গৌরবজনক বীরত্বের ইতিহাসকে মুছে দেবার গভীর চক্রান্ত বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, ক্ষুদিরাম বসু ও বারীন ঘোষের নামের বিকৃতি, ভুল তথ্য পরিবেশন মানে তাদেরকে অপমান, মানেই স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী বিপ্লবীদের আত্মবলিদান তথা অবদানকে অস্বীকার করা।এমতাবস্থায় আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারী বাড়ি ভাঙ্গার ঘটনা ও কাজীনজরুল ইসলামের ভাস্কর্য্য ভালার ঘটনাসহ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও বারীন ঘোষের অপমানের তীব্র প্রতিবাদ, নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে। সেই সঙ্গে বাঙালী জাতিসহ উদার অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি মনস্ক সকলের কাছে - বাংলাভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বাঙালী জাতির অস্তিত্ব-অধিকার বিপ্লবী ইতিহাস ও জাতীয় পরিচিতি রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

বক্সনগর পাম্প অপারেটর ইউনিট কমিটির উদ্যোগে মতবিনিময় সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ জুন: বক্সনগর পাম্প অপারেটর ইউনিট কমিটির উদ্যোগে এক বিশেষ মতবিনিময় সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক অনিল চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন স্বপনা নমঃ, ভাইস চেয়ারপারসন সেলিনা আক্তার, পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের সোনামুড়া ডিভিশনের আধিকারিক ভজো লাল দেবনাথ ও মৃদুল দেববর্মা।

এই সভায় চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যসেরা তালিকার প্রথম দশে স্থান পাওয়া তনুশ্রী সাহাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি, পাম্প অপারেটর অনুকূল নমঃ-র কন্যা বর্ণালী নমঃ, যিনি উচ্চ মাধ্যমিকে প্রতিটি বিষয়ে লেটার মার্কস অর্জন করেছেন, তাকেও সম্মানিত করা হয়। দুই কৃতী ছাত্রীকে ফুল, উত্তরীয় ও স্মারক উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা ও উৎসাহ প্রদান করা হয়।

সভায় এলাকার সকল প্রধান, উপপ্রধান, পাম্প অপারেটর এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পাম্প অপারেটরদের পেশাগত সমস্যা, সমাধান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়। বক্তারা জানান, এই ধরনের সভা পেশাগত ঐক্য ও সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।অনুষ্ঠান শেষে বক্সনগর ব্লকের পাম্প অপারেটর ইউনিট পরিচালনার জন্য ৩৩ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন এলিয়াজ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক হন হান্নান মিয়া।স্থানীয়দের মতে, এই আয়োজন কেবলমাত্র একটি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম নয়, বরং এটি সমাজ ও শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

দক্ষিণ জেলা আরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রান ফর ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২জুন: শরীর মন সুস্থ রাখুন, নেশামুক্ত হোক ত্রিপুরা , নেশামুক্ত হোক দক্ষিণ জেলা এই প্রয়াস নিয়ে জেলা আরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রান ফর ইউনিট। রবিবার সকাল সাড়ে সাতটায় দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি সহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পতাকা নেড়ে পাঁচ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতার সুচনা করেন বিলোনিয়া ব্রজেন্দ্র কিশোর ইন্সটিটিউশনের সামনে থেকে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যুবক যুবতী সহ বয়স্ক নাগরিকরা। এছাড়া ট্রাফিক ইউনিট ও পুলিশ ইউনিট এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দৌড় প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয় বিলোনিয়া ঝরঝরি এলাকায়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত আকারে পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মহিলা ও পুরুষের মধ্য থেকে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় , তিনটি করে মোট ছয়টি পুরুস্কার দুটি বিভাগে প্রদান করা হয়। এছাড়া সবচেয়ে নবীন ও প্রবীণদের মধ্য থেকে দুটি বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াতে। দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার নেশার কুফলের তথ্য তুলে ধরে, নেশা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়ে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

রবিবার থেকে কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিটি বুথ চলো অভিযানে সূচনা করেন আশীষ সাহা।

নেশাকারবারী ধরা পড়তেই হুমকির মুখে শাসকদলের দুই কর্মী, থানায় মামলা

চুরাইবাড়িতে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ নেশাকারবারী ধরা পড়তেই উত্তপ্ত এলাকা, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ জুন: চুরাইবাড়িতে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ নেশাকারবারী ধরা পড়তেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মহল। স্থানীয় দুই বুথ সভাপতিকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসক দল বিজেপির মন্ডল সদস্য শঙ্কর সাহানির বিরুদ্ধে। ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১৫ই জুন রবিবার সকালে আসাম থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশের সময় চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে আটক হয় সঞ্জয় সাহানি (২৪), পিতা সুধন সাহানি। ধৃত যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৮০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট। সঞ্জয়ের বাড়ি পূর্ব ফুলবাড়ি ৪নং ওয়ার্ডে রেল গুদাম সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ ইতিমধ্যে এম ডি পি এস আইনে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, অভিযুক্ত সঞ্জয় সাহানির গ্রেপ্তারের জেরে হুমকির মুখে পড়েন ৪৯নং বুথ সভাপতি রাহুল দত্ত (৪৪) ও ৪৮নং বুথের প্রাক্তন সভাপতি সৌমেন গোস্বামী। অভিযোগ, শঙ্কর সাহানি নামক এক যুবক যিনি ধৃত সঞ্জয়ের খুড়তুতো ভাই ও বিজেপির ৫৪নং কদমতলা-কুর্তি মন্ডলের সদস্য তাদের গুলি করে মারার হুমকি দেয়। কারণ, রাহুল ও সৌমেন নাকি পুলিশের কাছে সঞ্জয় সাহানির মাদক কারবার সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

শঙ্করের হুমকির পর আতঙ্কিত হয়ে শনিবার রাত আটটার দিকে রাহুল ও সৌমেন চুরাইবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, সৌমেন গোস্বামী স্থানীয় 'ফ্রেন্ডস ক্লাব'-এর সভাপতি হওয়ায় শতাধিক যুবক থানায় উপস্থিত হয়ে শঙ্করের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

চুরাইবাড়ি থানার ওসি খোকন সাহা অভিযোগকারীদের আশ্বস্ত করেছেন যে, পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই ঘটনার জেরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'নেশা মুক্ত ত্রিপুরা' গড়ার ডাক দিয়েছেন এবং পুলিশ প্রশাসন সক্রিয়ভাবে তা বাস্তবায়নের কাজ করছে, তখন কীভাবে শাসক দলের একজন মন্ডল সদস্য প্রকাশ্যে মাদক কারবারীদের আড়াল করতে পারে? শঙ্কর সাহানি শুধু হুমকি দিয়েই থেমে থাকেননি, বরং লোকালয়ে প্রকাশ্যে বলছেন 'যারা কিছু বলবে, তাদের গুলি করে মারব।'এ ধরনের প্রকাশ্য হুমকি ও দলীয় কর্মীর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। এই ঘটনায় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও দ্রুত পদক্ষেপের ওপরই নির্ভর করছে আইনশৃঙ্খলার প্রতি মানুষের আস্থা। এলাকাবাসী এখন তাকিয়ে পুলিশের দিকেই কতটা দ্রুত এবং কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এই মন্ডল সদস্যের বিরুদ্ধে।

তিপ্রা মথার উদ্যোগে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ম্যালেরিয়ার ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুঙ্গিয়াকামি, ২২ জুন: মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধিন প্রত্যন্ত এলাকা বা এডিসি ভিলেজগুলোর মধ্যে হলুদিয়া ভিলেজ কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত দাগ্রামবাড়ি একটি অন্যতম প্রত্যন্তঅঞ্চল। কাকড়াছড়া এলাকা থেকে খোয়াই নদী পাড় হয়ে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে যেতে হয় এলাকায়। প্রায় ৫০ থেকে ৫২ পরিবারের জনজাতি পরিবারের বসবাস এই এলাকায়। মূলত জুম চাষই তাদের আয়ের একমাত্র উপার্জন। সেই অঞ্চলে এখনো বিদ্যুৎ ও পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। সেই সমস্ত এলাকার মানুষের মধ্যে এই মরসুমে ম্যালেরিয়া সহ নানান অসুস্থতা দেখা দেয়। দুর্গম অঞ্চল হওয়ার কারনে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় চিকিৎসা পরিষেবাও সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেই বিষয়টি উপলব্ধি করে এডিসির ইএম কমল কলই উনার এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ থেকে এলাকার মানুষকে এই মরসুমে ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য অসুস্থতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঔষধী মশারী সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরন করেন। কমল কলই ছাড়াও এদিন ওনার সাথে ছিলেন ১১ মহারানী ব্লক এলাকার তিপ্রামথা এবং ওয়াই টি এফ এর নেতা কর্মীরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas